Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পত্রাবলী ও শ্রীআচার্য সান্নিধ্যে

[প্রথম খণ্ড]

সত্যর্ষি শ্রীশ্রীমৎ যোগজীবনানন্দ স্বামী

(সংকলিত—পতিতপাবন)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

पुस्तक संख्या 73.व / 7

पंजिका संख्या 32106

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कोई सज्जन पन्द्रह दिन से अधिक समय तक पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যর্ষি শ্রীশ্রীমৎ যোগজীবনানন্দ স্বামী

পত্রাবলী ও শ্রীআচার্য্য সান্নিধ্যে

সত্যায়তন প্রচারক সংঘ

কলিকাতা—৪০

সন ১৩৬৪ সাল

MAHILA UTIRSILPA SIKSHASHRAM • PURI •

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রকাশক—

শ্রীপতিতপাবন

শ্রীগুরুগেহ

১১নং এন, এন, ঘোষ লেন, কলিকাতা—৪০

(সত্যায়তন-প্রচারক সংঘের পক্ষে)

সত্যায়তন-মহামন্দির

পোঃ সত্যায়তন, জেলা বাঁকুড়া।

মূল্য ১—২৫ একটাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

মুদ্রক—

শ্রীকৃষ্ণধন সিংহ

দি মডেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১১নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ.

কলিকাতা—১৩।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুস্তক সং ৩২৭ আগমন সং ৩ তারিখ ৩২. ৮০৬

প্রকাশকের নিবেদন—

ওঁম্ শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের সাধন-তত্ত্ব বিষয়ে অমৃতময় বাণী ও অন্যান্য সাধারণ আবশ্যকীয় তত্ত্ব ও উপদেশ সংকলন ও সংগ্রহণে এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ণ করা যেতে পারে এ সংকল্প আমাদের অন্তরে বহুদিন হ'তেই উদিত হওয়া সত্বেও তাঁর পুতদেহ বর্ত্তমানে সে সংকল্প কার্যে পরিণত করতে নানা কারণে সমর্থ হই নাই। সম্প্রতি কতিপয় সত্যাশ্রয়ী ভাইবোনদের গ্রন্থপ্রকাশে ঐকান্তিক আগ্রহ ও শুভেচ্ছায় আমাদের সংকল্প সার্থক হ'তে চলেছে। তন্মধ্যে শ্রীনির্ম্মলা নিয়োগী, শ্রীরেণু সান্যাল ও শ্রীছবি দত্ত এঁদের আংশিক সক্রিয় সাহায্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য এবং এঁদের কাছে গ্রন্থ প্রচারক-সংঘ কৃতজ্ঞ।

বিগত ১৩৬৩ সালের উৎসবাঞ্জলীর আবেদনের ফলে যে পত্রোত্তর মূল ও মূলের নকল পাওয়া গেছে তদ্‌সহিত সৎসঙ্গের প্রশ্নোত্তর কিয়দংশ প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হোয়ে, দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় প্রেস কপির প্রস্তুতি চলছে। অধিকাংশ পত্রলেখক লেখিকা শ্রীআচার্য্যদেবকে কি বিষয় লিখেছিলেন, তার নকল না রাখায় উত্তরের উপদেশগুলিই প্রকাশিত হয়েছে এবং উহা পাঠেই পত্রের প্রশ্নগুলির মর্ম্ম সুস্পষ্ট বোধগম্য হবে। রাষ্ট্র,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সমাজ, সংসার, নারীর ত্রিমাতৃত্ব, প্রারম্ভ হতে উচ্চতম সাধন-ক্ষেপ ও অধ্যাত্ম পরিণতি, ব্যক্তিগত সাধন-ক্রম ও তার বৈশিষ্ট ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ের অচিন্ত অশ্রুতপূর্ব্ব উপদেশ ও ব্যাখ্যা পত্রাবলীর প্রতিখণ্ডে প্রকাশিত হোয়ে অন্তরে সত্যই নূতন নূতন আলোকপাত কর্ব্বে।

পত্রোত্তরে ও প্রশ্নোত্তরে ভাষার দিকে লক্ষ্যরাখা সাধারণতঃ বড় একটা সম্ভব হয় না, তথাপি শ্রীআচার্য্যদেবের ভাষার লালিত্য ও সুমধুরত্ব স্বাভাবিক। পাঠক পাঠিকা উপদেশামৃতে উচ্চভাবতত্ত্ব ও মধুরত্বই উপভোগ করবেন এবং ইহা পাঠে সবাকার দেহ, মন, আত্মা এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত ও দিব্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হবে। তদ্‌পর কতিপয় সত্যাশ্রয়ী নাম দিতে আপত্তি জানালে, পত্রোত্তরে তাঁদের নামধামের উল্লেখ করা হয় নাই। প্রশ্নোত্তরেও ঐ একই কারণে প্রশ্নকর্ত্তার নামোল্লেখে বিরত থাকতে হ'লো। কুশল প্রশ্নাদি ও অনাবশ্যক ব্যক্তিগত বিষয়গুলি যতদূর সম্ভব পরিত্যক্ত হ'য়েছে, মুদ্রণ ব্যয় হ্রাস কল্পে।

সত্যাশ্রয়ীবৃন্দের স্মরণ থাকা প্রয়োজন যে তাঁর অমৃতময় মহাবাণীর কিয়দংশও যাতে অপ্রকাশিত না থাকে, সে প্রয়াসে সংঘকে একান্ত উৎসাহিত ও সাহায্য করা, এবং যাঁর নিকট যে সম্পদ আছে, সেগুলি অকুণ্ঠচিত্তে প্রচারক সংঘের ভাণ্ডারে অবিলম্বে প্রেরণ করা ওঁমিতি—

বিনত—**পতিতপাবন**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

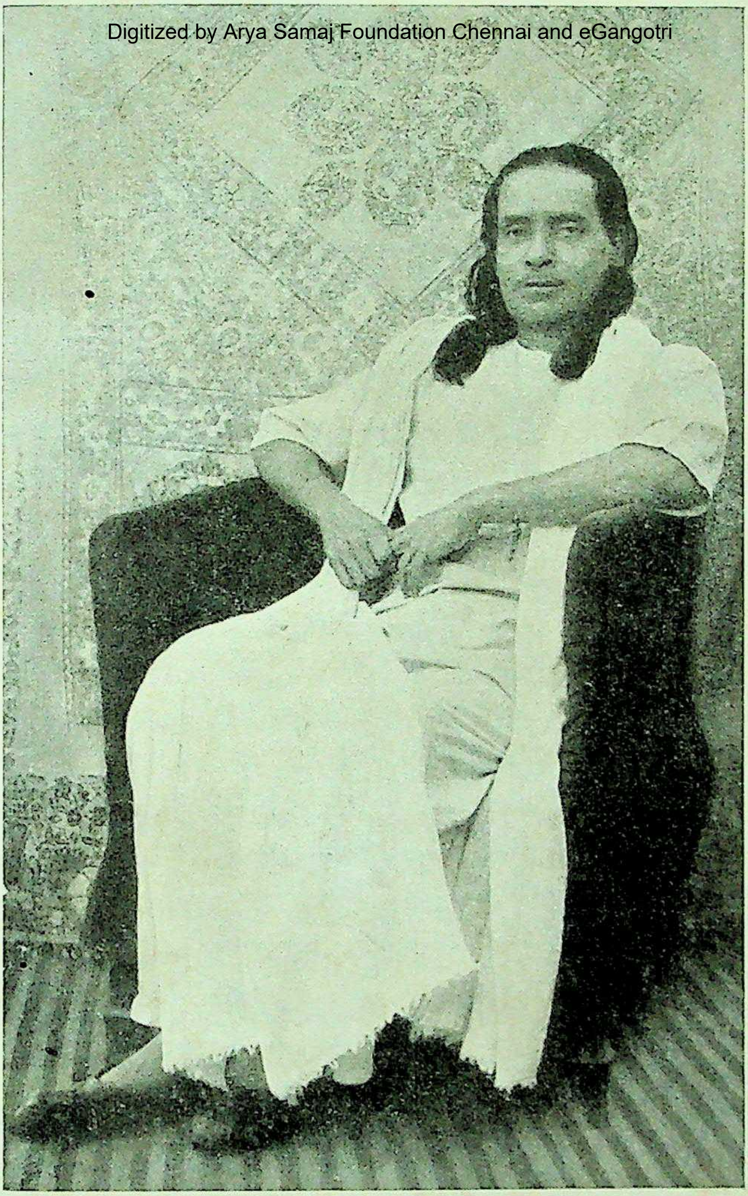

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ওম্ সত্যাষি শ্রীশ্রীমৎ যোগজীবনানন্দ স্বামী

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ওঁম্

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

পাদপদ্মে প্রণাম পূর্ব্বক অধীনার বিনীত নিবেদন এই, গুরুদেব ! আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে আপনার নিকট যে দুটো উপদেশ নিব সে সুযোগ নাই। তাই দু একটী উপদেশ জানার অভিপ্রায়ে চিঠিতে জানালাম। ভক্তি, শুদ্ধাভক্তি ও নিষ্ঠাভক্তি কাহাকে বলে ? আমার দ্বারা বোধ হয় কিছুই হবে না, কারণ নির্জনে বসলেই ঘুম পায়। কাজেই আমি কী ? কাদা মাটী ! কবে যে 'বুড়ী' ছুঁতে পাব, সেই আশায় আছি। আপনার শরীর কেমন আছে। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন ইতি—

সেবিকা

শ্রীতরুবালা দেবী

বেহালা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাং ১৯—১—'৫৫

ওঁম্

স্নেহের তরু মা, কার্ড পেয়েছি। মনের মাঝেই মনের জিজ্ঞাসার উত্তর মিলবে। অন্তর্যামী অন্তরেই আছেন। ধ্যান গভীরতম হ'লেই সে যোগসূত্র খুঁজে পাবে। উদ্বিগ্ন হইও না। ব্যাকুলতার সাহিত্যিক খ্যাতি আছে বটে কিন্তু ধৈর্য ছাড়া সত্যানুভূতি হয় না। যতক্ষণ জল ঘোলা থাকে এবং তরঙ্গ থাকে ততক্ষণ তো তাতে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না! চিত্ত নির্ম্মল ও নিস্তরঙ্গ হ'লেই সত্যজ্ঞান উদ্ভাসিত হবে। কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। ধ্যানে স্মরণে লেগে থাকো। অভ্যাস দৃঢ় হ'লেই জিজ্ঞাসার সত্য সমাধান হ'য়ে যাবে। ভক্তি কথাটার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে শ্রদ্ধা, যে শ্রদ্ধার উদয়ে লক্ষ্যবস্তু ছাড়া অন্য বস্তুতে বিতৃষ্ণা এবং লক্ষ্যবস্তুতে তন্ময়তা হয়। এই শ্রদ্ধা বা একান্ত অনুরাগ যখন কামনা বর্জিত, উদ্দেশ্য বর্জিত হ'য়ে উঠে, তার নাম দেওয়া হ'য়েছে শুদ্ধাভক্তি। নৈষ্ঠিক ভক্তি—সেবা, পূজা প্রভৃতি শুদ্ধমনে বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান সহকৃত ভগবৎ বিগ্রহাদির অর্চনা। এই নাম ভেদের জন্য একান্ত অনুরাগকেই ভক্তি ব'লে বুঝে নেওয়ায় বাধা নেই। ভক্তি অভ্যাস সাপেক্ষ নয়। সত্য জ্ঞানোদয়ে আরাধ্যের প্রতি যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা উদয় হয়, তাহাই ভক্তি। এ ভাবোদয় সত্যজ্ঞান সাপেক্ষ।

শরীর, মন, বুদ্ধির বাধাই তো সত্যজ্ঞানোদয়ের পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধক। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য তপস্যার প্রয়োজন কী?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তিনি তো সর্ব্বব্যাপক। বাধা দূর করার প্রচেষ্টাই তপস্যা। এরা প্রতিকূলে আছে, এদের অনুকূল ক'রে নেওয়ার জন্যেই তো অভ্যাস করছো। গাছে না উঠেই এককান্দি ফলের আশা করা উচিৎ কী ?

"মাটি"ই অবশেষে কাঁচখণ্ডে রূপান্তরিত হয়—তপস্যার ফলে। "বুড়ী" হচ্ছে সমাধি কেন্দ্রস্থ চিৎশক্তি। তার নাম প্রত্যাগাত্মা অর্থাৎ সত্যিকারের "তুমি", তোমার অন্তরের সাথী—অন্তর্যামী। ব্যস্ততা দ্বারা শক্তি ক্ষয় হয়, মনে ক্লান্তি আসে। ভুল করো না, আলস্য করো না, চঞ্চল হয়ো না, সিদ্ধি সুনিশ্চিত। কুশল চাই। নির্ম্মলাকে আশীর্ব্বাদ জানাবে। ওঁমিতি—

শুভার্থী,

যোগজীবনানন্দ।

শ্রীপ্রফুল্ল নলিনী বসুর পত্রোত্তর—

১নং

ওঁম্

স্নেহের—,তোমার পত্রে অনেকগুলি প্রশ্ন আছে। অতগুলির উত্তর এক পত্রে দেওয়া চলে না। মোটের উপর কথা এই যে, তুমি ঠিক যে অবস্থাটি পেতে চাও তাহা সর্বত্যাগীর পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে, পার্থিব বন্ধনের মধ্যে থেকে সমাজের প্রত্যেক নিয়ম রক্ষা ক'রে যথার্থ আনন্দ অনুভব করা অসম্ভব, বিশেষত:

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যাহারা প্রত্যেক বিষয়ে অধীন, তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বাইরের কর্ম্মে অত লিপ্ত থাক্‌লে সাধনানন্দ অনুভব করাও কঠিন। যদি সদ্‌গুরুর সন্নিকটে বাস করা যায়, তবে বাইরের কর্ম্মে লিপ্ত থাক্‌লেও হানি হয় না, কেন না সর্ব্বদা তত্ব শ্রবণ ও সেবা কার্যদ্বারা অনেকটা অগ্রসর হওয়ার সুযোগ হয়। দূরে থেকে অথচ বহুকর্ম্মে লিপ্ত থাক্‌তে থাক্‌তে তত্ত্ব অবগত হওয়া বা প্রকৃত আনন্দ অনুভব করা একপ্রকার অসম্ভব। যদি একটু বেশী দিনের অভ্যাসী হয়, তার পক্ষে কতকটা সম্ভব হ'তে পারে। তবে একথা নিশ্চয় যে একমাত্র উপাসনার পথ ভিন্ন অন্য এমন কোন পথ নাই বা আশ্রয় নাই যাতে তুমি আনন্দ পেতে পার। অতএব যে অবস্থায়ই থাক, উপাসনা পরিত্যাগ ক'রো না। স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে, স্বেচ্ছাচারী হোয়েও সুখী হ'তে পারবে ভেবো না বরং দুঃখই বাড়বে। অবশ্য তোমার কর্ম্মপ্রবাহ প্রায় ভোগশেষে এসে দাঁড়িয়েছে। যদি নূতন প্রবাহ উৎপন্ন না হয় তবে বেশীদিন তোমার অশান্তি থাক্‌বে না ওঁ মিতি—

সত্যর্ষি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ওঁম্

স্নেহের—,বাইরের হাহুতাশে সত্যের সন্ধান মিলবে না। সত্যের সন্ধান মিলবে কেবলমাত্র তোমার একার অন্তর মধ্যে। বাইরের দেশ কাল পাত্রে তাহার লেশমাত্রও খুঁজে পাবে না। আমি তোমার পিতা, মাতা, বন্ধু, স্বামী-পুত্রের কোন স্থানেই দাঁড়িয়ে নেই। আমি সকলের অতীত, আর একস্থানে দাঁড়িয়ে আছি তোমার অন্তর্যামী রূপে। যে দিন সেই রূপে আমাকে বুঝবে সেই দিন আমার সহিত কি সম্বন্ধ তাও বুঝবে, বাইরের অবস্থায় বোঝবার উপায় নাই।

একথা স্মরণ রেখো যে যতক্ষণ মনুষ্য বাসনার স্পন্দনে চঞ্চল থাকে ততক্ষণ সে অভিপ্রেত পদার্থ পায় না। যখন বাসনা সত্যসত্যই পরিত্যাগ হ'য়ে যায়, তখনই না চাইতে ইচ্ছার পূরণ হয়। তুমি কর্ম্মভ্রান্তি বশতঃ অন্যরূপ বুঝেছ। সদগুরু কৃপায় তোমার ভ্রান্তি দূর হোক, সত্য কি তাই বোঝবার শক্তি হোক।

তোমার এ আশঙ্কা কেন সত্যাশ্রয়ী? তুমি যে গুরুচরণাশ্রিতা, সম্পুর্ণ নির্ভরতা বুঝেছ, আত্মদান বুঝেছ, তবু তোমার আশঙ্কা গেল না? তুমি কি মনে করেছ যে তোমার জীবনকে সম্পুর্ণ না ক'রেই তোমার ঐকান্তিক সাধনা, একান্ত আগ্রহ শুষ্ক হ'য়ে যাবে? তোমার শ্রদ্ধার দান গ্রহণ না ক'রেই দেবতা তোমার বিসর্জ্জনে যাত্রা কর্বেন? কোন্ ফুলের সমগ্র সৌরভ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আবেদন অমান্য করে বসন্ত চলে গিয়েছে? ফুল শেষ হ'য়ে যায় তবু তো বসন্ত ফুরায় না। তবে এ চাঞ্চল্য কেন দেব-পদাশ্রিতা?

(ওরে ভয় নাই তোর, ভয় নাই তোর, নাই তোর কোন ভাবনা,
তোমারে সফল না ক'রে, তোমার সাধনা বিফলে যাবে না)।

তোমার শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণ নিশ্চয়ই কল্যাণ আন্‌বে। মোটামুটি তোমার মনের অবস্থা এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম জীবনের ভবিষ্যৎ সাধারণ রমণী অপেক্ষা উত্তম ও আশাপ্রদ। যদিও প্রারব্ধ অনুসারে বর্ত্তমান আংশিক অশান্তিপ্রদ বোধ হ'চ্ছে, তথাপি নিকট ভবিষ্যৎ উজ্জলতর। তুমি যত শীঘ্র পার তোমার চতুর্দ্দিকের অনাবশ্যক বন্ধনগুলি লঘু ভাবতে চেষ্টা কর। তোমার বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করবার কাল উপস্থিত প্রায়। আশা-করি তুমি তোমার গুরুর প্রেরণার সহায় হ'য়ে যথার্থ সত্যাশ্রয়ী নামের গৌরব রক্ষা করতে পারবে। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ওঁ মিতি—

সত্যর্ষি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩নং

সন ১৩৪০ সাল
সত্যায়তন
বাঁকুড়া।

ওঁম্

স্নেহের—

তোমাকে স্নেহ করি ব'লেই তোমাকে এখানে থাক্‌তে ব'লেছি। তোমার সর্বপ্রকার উন্নতি আশা করি ব'লেই তোমাকে আশ্রমে থাক্‌তে ব'লেছি। আমি জানি তুমি আমাকে বুঝতে পারবে না কিন্তু একদিন পারবে, যে দিন তোমার সেই জ্ঞান আসবে। কেহই বুঝতে পারে না যতক্ষণ না সে তাঁর সমান হয়। গুরু মূঢ়াবস্থায় শিষ্যের নিকট থাকেন রহস্যময়, ভক্তি ও ভয়ের পাত্র। তারপরে হয় প্রেয় অর্থাৎ কতকটা পার্থিব ভাব মিশ্রিত সুখ ভোগের উপাদান স্বরূপ প্রিয়বস্তু। যথার্থ শিষ্য জীবনে অর্থাৎ শিক্ষার অবস্থায় হয় শত্রুর মত বিরক্তির পাত্র। (এই অবস্থায় হয় বহু শিষ্যের বিচ্ছেদ) তারপর হয় সাধক জীবনে উপাস্য দেবতা। সিদ্ধাবস্থায় পরমারাধ্য অখণ্ড সত্য স্বরূপ।

ব্যবহারিক জীবনে নিন্দা প্রশংসার, সুখ দুঃখের, রুক্ষ, প্রিয় ব্যবহারের সংঘাত সহ্য করতে যে অভ্যস্ত হয় না, যে মান অপমানকে অত বড় করে দেখে, যে নিজের ক্ষুদ্র মর্য্যাদাকে খুব উঁচুতে রাখতে চায়—তার উন্নতি সুদূর পরাহত। যে ঘৃণার পাত্র হয়, সেই আবার পূজার পাত্র হ'তে পারে, তার যোগ্যতায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ও ব্যবহারে। দাবীতে, অভিমানে, ক্রোধে, বিবাদে সে পদ লাভ হয় না।

অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কটু ব্যবহার উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্তরের দোষকে বাইরে টেনে আনা। যদি তুমি তোমার পক্ষে সত্যিকারের কল্যাণ চাও, কোন কৈফিয়ৎ চেয়ো না। চিন্তা ক'রে কারণ নির্ণয় ক'রতে চেষ্টা করো। ইহাই শিক্ষার উপায়, অন্যথায় যে তুমি সেই তুমিই থাকবে। তোমার যে ভাব ছিল তাহাও সত্য নয় মিথ্যা, এখন যে ভাব তাহাও মিথ্যা। যাহা সত্য তাহা তোমারই অন্তরে ডুবে আছে। সব ভাবেই নিরপেক্ষ হও, এবং সত্যের জন্য আসন রচনা কর। নীরবে নির্লিপ্ত অবস্থায় নিজকে ছাত্র মনে ক'রে কর্ত্তব্য ক'রতে থাক। সর্ব্ব অবস্থায় সহিষ্ণু হও। ইহার বেশী কিছু বলার নাই। ওঁম্ আশীর্ব্বাদ পত্র—

সত্যর্ষি

৪নং

সত্যায়তন

১২-৬-'৪১

ওঁম্

স্নেহের—

তোমার পত্র পেলাম। জগতে যত কিছু কর্ম্ম আছে তার যা কিছু ঘটনা সব সত্য নয়। যা তার ভাব তাই সত্য জান্‌বে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কর্ম্ম সাফল্য পূর্ণ কি বিফল, সুখ কি দুঃখ আছে, তাও বিচার্য নয়। আশ্রম গ'ড়ে উঠবে কি উঠবে না, তার ফল কি হবে তা নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে না। কর্মী শুধু বর্ত্তমানকে নিয়েই যতটা সম্ভব সামঞ্জস্য বিধান ক'রে যাবে। সহযোগী যারা তারা যদি অপটু বা অনিচ্ছুক হয় তাতেও আপত্তি করবার অবকাশ নাই। কর্ম্ম ব্রহ্ম প্রভাব, তার কর্ত্তা কেউ নাই। একটা গতির ছন্দ মাত্র। জীবন ? জান্‌বে আমরা সম্মান অসম্মানের নাগর দোলায় দোল খাই। তাও একটা তরঙ্গ মাত্র। বিরাট কর্ম্ম সমুদ্র আপন গতিতে চির চঞ্চল। আমি হয়তো তোমার ভাব বুঝিনি, কিন্তু তুমিই বা বুঝেছ কই ? তুমি কেন, কেই বা বুঝেছে ? যাহোক আমার কথা এই যে, আমি আশ্রম করিনি, আমোদকুমারীও করেনি। আশ্রমটা একটা ঘটনা মাত্র, তার স্কুলও একটা খণ্ড ঘটনা ; উহার নিন্দা প্রশংসা সব কিছুই আকাশের মত ফাঁকা। যতদিন এই ঘটনা তরঙ্গে তুমি বুদ্‌বুদ্‌ রূপে তোমাকে ভাসমান রাখবে ততদিনই ঢেউএ ঢেউএ দোল খেতে হবে। আমি বা অন্য কেউ কিছু তো করতে পারবে না। যতদিন চলবে চালাও। যখন চলবে না তখন চালাতেও হবে না।

তুমি লিখেছ "পরাজয় স্বীকার করছি"। পরাজয় স্বীকার মানে হেরে যাওয়া। তুমি হেরে যাচ্ছ আমি কিন্তু হারবো না। আমি আজীবন প্রতিকূলের পিছনে সংগ্রাম করবো। প্রতিকূল তো আমি খুঁজছি। যতদিন প্রতিকূল আছে ততদিন আমার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কর্ম্ম আছে। অনুকূলে আসলে তো আমার কর্ম্ম শেষ হ'য়ে গেল। তখন আর আমি করব কি? এক্ষেত্রে তোমার বুদ্ধিই যথেষ্ট কার্যকরী, আমি একান্ত অপ্রয়োজন।

ওঁম্ আশীর্ব্বাদ পত্র—
যোগজীবনানন্দ

৫নং

সত্যায়তন মহামন্দির
২৩শে অগ্রহায়ণ
১৩৩৭ সাল।

শ্রীগুরুদেবের সমাধি অবস্থার পরিচয়

ওঁম্

স্নেহের—

তোমার পত্র পেয়ে চিন্তিত হ'লাম। আমি ১০।১২ দিন পূর্ব্বে সহসা একদিন সমাধি ভঙ্গের পর একটু অসতর্ক অবস্থায় উঠতে যেয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের উপর আঘাত বোধ করি। সেই অবস্থায় হৃদস্পন্দন প্রায় ২ দিবস অনিয়মিত থাকে। ডাক্তার এসেছিল বটে কিন্তু আমার অজানিত অবস্থায়। তারা বহুক্ষণ হৃদ্‌স্পন্দন স্থগিত দেখে হয়তো আমার মৃত্যুই স্থির ক'রে থাক্‌বে। অবশ্য আমি কোন প্রকার ক্লেশ বোধ করিনি বরং পরমানন্দে ছিলাম। সম্প্রতি হৃদ্‌স্পন্দন আবার নিয়মিত হোয়েছে। ডাক্তারদের অন্ধ চেষ্টায় শরীর বরং কিছু খারাপ হ'য়েছিল ওঁমিতি—

সত্যর্ষি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যায়তন, ১৩৩৬ সাল

ওঁম্ শুভামস্তু—

স্নেহের,—তোমার পত্র পেয়ে সুখী হ'য়েছি। আত্মবোধই প্রকৃত জ্ঞান। তোমার আত্মজ্ঞান নির্ম্মল হোক। বাহ্যিক আদান প্রদান অর্থহীন, মোহ মাত্র। সাধন বিষয়ক অনুভূতি অভ্যাসীকে বলায় দোষ নাই। প্রণালী বলবে না। তোমার অনুভূতি সত্য। কিন্তু ইহা স্থিরভাবে আয়ত্ত করা সময় সাপেক্ষ। তোমার ধ্যানের অবস্থা মন্দ হয় নাই, প্রত্যেকেরই অমন অবস্থা হয়। কিছুদিন অভ্যাসের পর অন্ধকার মণ্ডলে গতি হয়, উহাকে মায়াদ্বার বলে। এই অন্ধকার মধ্যেই এক কেন্দ্র বিন্দুতে লক্ষ্য স্থির করতে করতে পুনরায় বিদ্যুৎবৎ জ্যোতির চমক দেখতে পাবে। অবশেষে তাহাও দেখতে পাবে না। পুনরায় অন্ধকার আসবে। কিন্তু এ অন্ধকারে নিরানন্দ বোধ হবে না। তারপর শুভ্র একপ্রকার আকাশবৎ মণ্ডল দেখতে পাবে। তখন অপার আনন্দের উদয় হবে। মোট কথা এই, যে দৃশ্য যাহাই দেখবে তজ্জন্য কিছুমাত্র বিচলিত হবে না। শুধু চক্ষের লক্ষ্য মস্তক মধ্য হ'তে বাইরে না যায় তাহাই লক্ষ্য করবে। ক্রমশঃ চক্ষুর তারা ঘুরে শব্দ যোগের লক্ষ্যস্থলে চক্ষুর লক্ষ্য মিশে গেলে সমাধির ভাব আসবে। কোন বিষয়েই চঞ্চল হবে না। ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে থাক ওঁমিতি—

আশীর্ব্বাদ পত্র

সত্যর্ষি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Satyayatan Mahamandir
P. O. Chhatna, Dt. Bankura
B. N. R.
Date 4-6-31.

ওঁম্ শুভাশীর্ব্বাদ

My dear Tarakeswar,

Your letters duly reached me, but the reply to your queries which I thought was not necessary to write, but to comprehend internally.

Yes, devotees should patiently await its advent. But you need not apologize for the questions you asked me, it is your duty and I too should reply to them as far as I know; but I shall render this service to the best of my ability when I shall meet you.

Now on with your devotional practice with trust as prescribed.

Sorry to learn your illness but hope The Supreme Satguru will take care of His boy there, and accord His mercy to you all.

All doing well here, hoping you to be so.

With hearty ওঁম্
Yours sincerely
Yogjibanananda.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যাশ্রয়ীদিগের প্রতি বিজয়ার আশীর্ব্বাদ পত্র—

ওঁম্ পুরী,
বিজয়া—১৩৫৮

"যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নোঅস্তু"

সংকল্প শুভ হউক, প্রচেষ্টা সৎ হউক, লক্ষ্য পবিত্র হউক। এই আমাদের কামনা, এই কামনার সাফল্যই আমাদের লভ্য হউক। তবেই হবো আমরা বিজয়ী। আমাদের বিজয়ার উৎসব সত্য হবে সেইদিন, যে দিন আমরা হবো সত্য সংকল্প, সমদর্শী, সঙ্কীর্ণতামুক্ত, নির্ভীক, নিষ্কাম কর্ম্মযোগী, স্বার্থত্যাগী কুশলকর্মী। আজ এর বিজয়া সার্থক নয়, সত্য নয় বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র।

মহাশক্তির আবাহন আছে, বিসর্জ্জন নাই। উদ্বোধন আছে, অবসান নাই। চিরপ্রবুদ্ধ চিরপ্রদীপ্ত থাকুক এই মহালয়া মহাশক্তি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে। এই সাধনার পরিণতিই পরাশান্তি। অস্ত্রে, বাক্যে, কুটকৌশলে বা যন্ত্রবিজ্ঞানের সাধনায় অশান্তিই বেড়ে চলবে। সত্য ধর্ম্মের পথই শান্তির পথ।

ওঁম্ শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু বিনশ্যত্যশুভঞ্চযৎ।
ওঁম্ তৎসৎ ওঁম্ শান্তিঃ।

শুভার্থী—
যোগজীবনানন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুরী—১৩৬০

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ

ওঁম্ শুভমস্তু,

নবাগত বর্ষকে অভিনন্দিত করি বিশ্ব কল্যাণ কামনার অর্ঘ নিবেদন করে।

আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাই প্রত্যেক সত্যাশ্রয়ীকে—

তোমরা ভুলে যাও বিগত বর্ষের দুঃখকে, মুছে ফেলো দৈন্যের গ্লানী, পূতকে নবীন উদ্যমে কুশল মণ্ডিত করো শুভ সংকল্পে আর শুভ প্রচেষ্টায়। সত্য হউক তোমাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, শিবময় হউক অভিলাষ, সুন্দর হউক অন্তর বাহ্য ও পরিবেশ। ওঁম্ সত্যং শিবং সুন্দরমিতি,

চির শুভাকাঙ্ক্ষী,
সত্যর্ষি যোগজীবনানন্দ

পুরী,
বিজয়া—১৩৬০

ওঁম্ শুভমস্তু,

শুভ বিজয়ার স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে। মহিষাসুর-মর্দিনী মহামায়ার অর্চ্চনার মুখ্য তাৎপর্য্য, শুভেচ্ছার শক্তিকে সাধন প্রভাবে প্রবুদ্ধ ক'রে অশুভ প্রবৃত্তি ও অশুভ সংকল্পরূপ অসুরকে পরাভূত করা, মৃণ্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিকে উপলক্ষ্য করে আমরা অন্তরস্থা চিণ্ময়ী শক্তিরই আরাধনা ক'রেছি। তার ফলে শুভেচ্ছা বিজয়ী, আর অশুভেচ্ছা পরাজিত হয়েছে। তাই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই বিজয়ের উৎসব—বিজয়া।

তোমাদের শুভেচ্ছা সার্থক হউক। সাধন সমরে বিজয়ী হও এই আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

চিরশুভার্থী

সত্যর্ষি যোগজীবনানন্দ স্বামী

পুরী,
বিজয়া—২০।৬।৬১

ওঁম্ শুভাশীর্ব্বাদ—

আজ বিজয়া দশমী। দশেন্দ্রিয়ের সহিত দেহ-দুর্গ-বিজয়েই শান্তি নিরঞ্জন। এই যে তিন দিনব্যাপি দিবারাত্র চাঞ্চল্য, মৃণ্ময়ীর বাহ্যপূজা সাধনার উগ্রতেজ সমারোহ, আজ প্রশমিত দেউল প্রাঙ্গন শান্ত সমাধিস্থ। এইরূপ বাহ্য কর্ম্মতৎপরতা হ'তে দশেন্দ্রিয় সহ দেহদুর্গ বিজয় লাভে সমর্থ হ'য়ে, নিমজ্জিত হও সেই অমৃতপম চিণ্ময়ীর রূপ সাগরে, যার ফলে "আত্ম বোধ রূপ" বিজয়ামৃত লাভে কৃত কৃতার্থ হবে ওঁম্ শান্তি—

চিরমঙ্গলার্থী—

যোগজীবনানন্দ

পুরী,
বিজয়া—১৩৬১

ওঁম্ শুভমস্তু,

শুভ বিজয়ায় স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

GURUKULA KANGRI LIBRARY

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রতিকূল পরিবেশে দুর্দ্দম লালসাদি শত্রুকে সাধন সমরে পরাভূত ক'রে পারমার্থিক বিজয় লাভ করাই প্রকৃত বিজয়া। সাম্য-মৈত্রীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠাই বিজয়া সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

তোমরা শ্রীসদ্‌গুরুর কৃপায় এই আধ্যাত্মিক বিজয় লাভ ক'রে সত্য প্রতিষ্ঠ হও, এই আমার বিজয়ার স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

চিরশুভার্থী
যোগজীবনানন্দ

পুরী,—৯।৪।৫১

ওঁম্ শুভমস্তু,

স্নেহাশীর্ব্বাদ সবাইকে,

প্রিয় বিজন,

চিঠি পড় মন দিয়ে, আসন ঠিকই হচ্ছে, পেট খাল করার সাথে সাথে মলদ্বার সংকুচিত হবেই। খুব বেশী মনোযোগ ওদিকে দেওয়া আবশ্যক নেই। আমি আজকাল কাজের চাপে পড়েছি, বেশী লেখার অবসর নেই। মনের শুভেচ্ছা ও প্রচেষ্টা দৃঢ় রাখো, কৃতকার্য্য হবেই। উপাসনার ফল সুনিশ্চিত। প্রথমটায় সংকল্প পুরো সার্থক না হওয়ার জন্য ভরসা হারাতে নেই। দৃঢ় মনোভাব ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে। কুশল লিখবে। পুরীর উৎসব আগতপ্রায়, কিছু ব্যস্ত আছি। ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুরী,—৯-৮-৫৪।

ওঁম্ শুভমস্তু,

প্রিয় মনু,

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাই। চিঠি লেখার সময়ও পাই না, লিখতেও অসুবিধা হয়। কিন্তু চিঠি না লিখলেও নিয়ত কুশল ও উন্নতি কামনা করি। অতএব দুঃখিত হবে না। মন দিয়ে কাজ করো। জগতটাই একটা বিদ্যালয়, সমগ্র বয়সটাই ছাত্র জীবন। আমরাও শিক্ষা করছি। একটী ঘণ্টাও বৃথা ব্যয় করো না। নিশ্চয় উন্নতি হবে। নিয়মানুবর্ত্তিতার সুযোগ ওখানে (মিলিটারী ট্রেনিংএ) আছে, সেটাতো খুব বড় শিক্ষা।

কুশল চাই। পত্র দিও। আমরা ভাল আছি। স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

শুভার্থী যোগজীবনানন্দ

সত্যায়তন মহামন্দির,—৩০-৪-৪৪।

ওঁম্ সত্যম্—

শুভমস্তু

স্নেহের সাবিত্রী,

তোমার শুভেচ্ছা সার্থক হোক। আমার বিশ্বাস প্রয়োজনবোধ একান্ত হ'লে এবং অভাব যথার্থ হলে অভিপ্রেত অবস্থা লাভ হয়ই। কিন্তু প্রতীক্ষা হয়ত করতে হয়। উপদেশ আর কি দেব? যা' জান সত্য বলে তা প্রতিপালন ক'রে যাও, যা'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মান, অন্তর দিয়ে, মেনে নিও। যাতে ডুবতে চাও তাতে সম্পূর্ণ ডুবে যেও। ধৈর্য্যই ধর্ম্ম।

যা সত্য—যা শিব—যা সুন্দর তাই জীবের কাম্য। প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক ভাবের সত্য, কুশল ও সুন্দর অংশই গ্রহণ করো। আলোক আদরণীয় তো নিশ্চয়ই, তা বলে অন্ধকারকে অবজ্ঞা করো না। অন্ধকারই আলো প্রস্ফুটিত করে।

তোমার যদি সত্যই আমাকে প্রয়োজন হয়, দেখা একদিন হবেই। পবিত্রতম যে তৃপ্তি—সুন্দরতম যে সন্তোষ—সত্য যে আনন্দ, তাই তুমি লাভ করো। স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

সত্যায়তন মহামন্দির,—৪-৯-৪৪।

ওঁম্ সত্যম্—

স্নেহের সাবিত্রী,

আশীর্ব্বাদ জানবে। উপাসনা এক ঘেয়ে চলার অর্থ কি? ধ্যান প্রবাহকে গভীরতর করা, নিজের চেষ্টা সাপেক্ষ। অচঞ্চল অবস্থায় একটু বেশীক্ষণ বসতে হবে। এবার যেরূপ শ্বাস-প্রশ্বাস প্রথম ১০ মিনিট কোরতে বোলেছি, তাই কোরবে। তারপর লক্ষ্যকেন্দ্রে মন রেখে নিশ্চল অবস্থায় বসবে অন্যূন এক ঘণ্টা। মনে যা আসে—আসুক, লক্ষ্যকেন্দ্রে দৃষ্টি ও মনের স্থিতি থাকা চাই। এবং সমগ্র দিন রাত যখনই মনে পড়বে সৎনাম স্মরণ কোরবে। এইভাবে নূতন উদ্যমে একমাস চালাও। কথা কম বলবে। স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যায়তন মহামন্দির,—৪-৯-৪৪।

ওঁম্ সত্যম্—

স্নেহের নমিতা,

আশীর্ব্বাদ জানবে। জন্মতিথিতে তোমাদের প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা কোরেছি।

উপাসনায় উৎসাহ বাড়ছে না কেন? কিছু না শিখলে এবং অভ্যাস না করলে এর ফল বুঝবে কি কোরে? সামনে যে জীবন-যাত্রার পথ তাতো সবই নিরাপদ হয় না, সেখানে যে সব সংঘাত আসবে তার মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য কি সংগ্রহ কোরলে? অন্তত মনকে সহিষ্ণু এবং স্থির করাও উচিৎ নয় কি? মায়েদের দেখছো আর সবাইকেও দেখছো। সকলের নালিশ— তারা সুখী নয়—সম্পূর্ণ নয়। নিজেকে অপরের সুখ দুঃখের চাপে সুখী ও দুঃখী করার চেয়ে নিজের মধ্যে স্বতন্ত্র আত্মানন্দ অনুভব করার শক্তি অর্জ্জন করা উচিৎ নয় কি? এসব বিষয় ভেবে দেখার বয়স তোমার হোয়েছে। অতএব নিজেকে প্রস্তুত করো। বাহ্যিক ঘটনা নিয়ে মেতে থেকো না। তুমি যা জিজ্ঞাসা কোরবে তার উত্তর আমি দেবো। এরপর লিখো যা মনে আসে। আমি ভাল আছি। স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যায়তন—৫-১০-৪৮

ওঁম্ শুভমস্তু,

প্রিয় প্রফুল্ল, (জামসেদপুর)

সবাইকে স্নেহাশীর্ব্বাদ।

*　　*　　*　　*　　*

(একটি ছাপাখানার জন্য প্রেস খরিদ ও মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার ইচ্ছা প্রকাশ)। যার কিছু দেওয়ার ইচ্ছা নাই, তার দৃষ্টান্ত ও অজুহাত তোলার অভাব নাই। জোর ক'রে কি সাহায্য আদায় করা যায়? সে চেষ্টা করো না। তবে সত্যায়তন কেন্দ্রাশ্রমের পুনর্গঠন সম্বন্ধে চিন্তা ক'রো ওঁমিতি—

*　　*　　*　　*　　*

শুভার্থী যোগজীবনানন্দ

কলিকাতা-৪০
১-১-১৩৬১

সত্যর্ষি শ্রীগুরুদেব শ্রীচরণকমলেষু—

ওঁম্ নববর্ষ,　　*　　*　　*　　*

প্রণতি ও প্রার্থনা

দিয়ে বিদায় পুরাতনে, বিষাদ হরষে,
নব নব আশায়, স্বাগত জানাই—নব বরষে।
মাগি জ্ঞান ভকতি, ধৈরয শকতি,
চরণে পরমা রতি, পরম পুরুষে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জীবন সন্ধ্যায় এবে, ফুল্লপ্রীতি স্তব্ধ যবে,
চিত্ত শুধু পূর্ণ রবে, সাধন সরসে।
এ নব বরষে তাই, ওপদে এ ভিক্ষা চাই,
জীবন মোর সফলকর, ধন্য করো,
প্রভো! পূর্ণ কর, পূত পুণ্য পরশে।

শ্রীগুরুগেহ দীনসেবক পতিতপাবন

পুরী,—বৈশাখ ১৩৬১

ওঁম্ সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্—

শুভমস্তু,

শ্রীমান পতিতপাবন,

শুভ নববর্ষে শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাই। তোমাদের বর্ত্তমান বর্ষের জীবনযাত্রা আনন্দময় হোক, কর্ম্ম ও তপস্যা সুসম্পন্ন হোক, শুভেচ্ছা সফল হোক! তোমার প্রণতি ও প্রার্থনা ভালই লেগেছে ওঁমিতি—

চিরশুভার্থী—যোগজীবনানন্দ

ওঁম্ সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ শান্তঃ শিবোহহং শিবোহহম্
আত্মা সত্যপূর্ণ অদ্বৈতম্
সচ্চিদানন্দ লক্ষণম্, সদ্‌গুরু সদ্রূপম্,
তদ্‌ নমামহং, তন্মামহং তন্মামহম্,
ওঁম্ সত্যম্।

শ্রীঅরুণানন্দা মা প্রচারিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কলিকাতা,—১৯-৭-৫৪

ওঁম্

শ্রীচরণকমলেষু

প্রণামান্তে নিবেদন, আশীর্ব্বাদ পত্র পেয়ে পুরীর আশ্রমের দ্রব্যাদি ঠিকমত কিনবার ব্যবস্থা কর্চ্ছি। এদিকে তুজনেরই মাথা খারাপ প্রকাশ পেয়েছে। খুবই বিপন্নবোধ কর্চ্ছি, তবু শ্রীগুরু-কৃপায় উপেক্ষার আশ্রয় নিয়ে নিজের কর্ত্তব্য কচ্ছি। তবে বাবা, নানারূপ ব্যয়াধিক্যে সময় সময় ধৈর্যচ্যুত হই। আপনার আশীষ ও উপদেশই আমার একমাত্র সম্বল। সবার কুশল প্রার্থনা ওঁমিতি—

সেবক, পতিতপাবন

পুরী,—২৩-৭-৫৪

ওঁম্ শুভমস্তু,

প্রিয় পতিতপাবন,

স্নেহাশীর্ব্বাদ সবাইকে,

কার্ড পেয়েছি। * * * তোমার নানা বিঘ্ন পারিবারিক অশান্তির খবর জানি। সাংসারিক বৈচিত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তুমি তোমার সাধনলব্ধ ধৈর্যের গৌরব অনুভব কর্ত্তে পারছো,—এই লাভ নগণ্য নয়। শেষ পর্যন্ত এই সহিষ্ণুতা বজায় থাকুক। অর্থ ব্যয় ছাড়া আর অর্থের কী প্রয়োজন আছে। বিলাসে ব্যয় হতো হয়তো,—সে স্থলে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রোগীর সেবায় ব্যয় হচ্ছে, তাতে দুঃখ কি ? অহরহ আত্মচিন্তায় মত্ত হয়ে উর্দ্ধগ্ থাকবার চেষ্টা করবে, এতে ধৈর্য ও শান্তি লাভ হয়। অন্নের সঙ্গে অন্যান্য ব্যঞ্জনাদির আদিতে একটু তিক্ত সুক্ত—যথা নিম, পলতা, উচ্ছে ইত্যাদির ঝোল বা তরকারী খেতে যেমন মন্দ লাগে না, এর উপকারিতাও আছে, তদ্রূপ সংসারে সুখ শান্তির মধ্যে দুঃখ কষ্ট, শোক তাপ, অভাব অভিযোগ মধ্যে মধ্যে না এলে পার্থিব সুখটা উপভোগ্য হয় না। তাই এরও আবশ্যকতা লক্ষ্য কর্ব্বে। ভাল আছি। কুশল চাই ওঁমিতি—

শুভার্থী—যোগজীবনানন্দ

কলিকাতা,—২-৬-৫১

ওঁম্

শ্রীচরণকমলেষু

প্রণামান্তে নিবেদন, ২খানা পত্র দিয়ে এতক্ কোন উত্তর না পেয়ে বিশেষ চিন্তিত। বন্ধু, সখা, দয়িত, শুধু পরমারাধ্য গুরু নয়, এই ভাবই তখন প্রাণে জেগেছিল, তাই নানারূপ প্রগলভতা ও গর্বিত অশিষ্ট আচরণ করেছি ব'লে বড় অনুতাপ হচ্ছে, এজন্যই হয়ত পত্রোত্তরে বঞ্চিত রয়েছি। আপনার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমাগুণে আমার শত অপরাধ মার্জ্জনা করবেন এই প্রার্থনা।

* * * সত্যিই আপনার পুত সংগ সান্নিধ্যে খুবই আনন্দ ও চিত্ত-প্রসাদ লাভ হয় এবং এক অপূর্ব্ব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রেরণা শক্তি পেয়ে মুগ্ধ হই। নিবিড় ভাবে আপনাকে পেলে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আনন্দ এই দুটি উপকারই পেয়ে ধন্য হ'তাম। সে সুদিন কি হবে ?

আমার মনে হয় অযোগ্য সাধকও শ্রীগুরু কৃপায় অধ্যাত্ম জগতে সহজে কৃতকৃতার্থ হয়ে কৃতকার্যতা লাভ কর্ত্তে পারে। তাই সবাই কীর্ত্তন করে—"গুরু কৃপাহি কেবলম্"।

উপস্থিত আমার চিত্ত চাঞ্চল্য অনেকটা আপনার উপদেশানুসারে ক্রিয়া ক'রে উপশম বোধ হচ্ছে; মধ্যে মধ্যে নানা উদ্বেগে আচ্ছন্ন হ'য়ে সাত্ত্বিক ভাব রক্ষা করা খুব শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বেশী সময় উপাসনায় দিতে পারলে ঘোর হয়ত এতদিন কেটে যেতো, কিন্তু সে সুবিধা আর হচ্ছে কৈ ?

পুরণো সাধন-পন্থাটি পোকায় কিছু কেটেছে, সেইখানিই পাঠাব কি ? আপনার দেহের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখবেন। সবার কুশল প্রার্থনা ওঁমিতি—

সেবক পতিতপাবন।

পুরী,—১০-৬-৫১

ওঁম্ শুভমস্তু,

প্রিয় পতিতপাবন,

স্নেহাশীর্ব্বাদ সবাইকে। চিঠি পেয়েছি। * *

* * * ওখানে (বীরভূমে) ঠাণ্ডা লাগা ও অনিয়মের দরুণ নিজেও অসুস্থ হ'য়ে ছিলাম। তাছাড়া লিখতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অসুবিধা হয়, হাত কাঁপার জন্য, তাই লিখতে উৎসাহ পাই না। চিঠি প্রায় লিখিই না কাউকেও। তোমাকে চিঠি না দেওয়ার অন্য কোনো কারণ নেই।

ওখানে তুমি এমন কোনো ব্যবহার করনি তো, যার জন্য অপরাধ হোতে পারে, বরং সকলেই তোমার কথায় আনন্দ পেয়েছে, আমিও খুব খুসী হ'তাম। কোনো ক্ষেত্রেই অমর্য্যাদা দেখানো হয়নি। তোমার উৎসাহ সূচক ভ্রমণ ও তার জন্য যে চিত্ত-প্রসাদ এসেছিলো তার অভিব্যক্তি গর্ব্বসূচক শোনালেও ওতে অহংকারের নামগন্ধও ছিলো না। যে সব কথা তুমি তখন বলেছো তা একপ্রকার গুরুস্তুতি, দম্ভ নয়।

আমার সান্নিধ্যে তুমি আনন্দ পাও, প্রেরণা লাভ করো, একথা আরও অনেকবার বলেছো, কিন্তু সান্নিধ্যে থাকা যে সময় ও অবস্থার উপর নির্ভর করে, সে পরিস্থিতি আসছে কই ? আমি তো আর্থিক অসুবিধা ভোগ করার ঝঞ্ঝাট এড়াতে পারিনি! কর্ম্মের ঋণও এখনো শোধ হয় নি। তাই তোমাদের নিয়ে কেবলানন্দ উপভোগ করার সুবিধা হচ্ছে না।

অবস্থা ও কর্ম্মকে বরাবর নিরাপত্তিতে স্বীকার করে এসেছি, এখনো তাই করছি—ব্যস্ততা আমার নেই, অভিলাষও নেই। প্রারব্ধ শেষ হওয়া অবধি প্রতীক্ষা করতেই হবে।

তুমি লিখেছো "অযোগ্য সাধকও কেবলমাত্র গুরু কৃপায়ই কৃতকৃতার্থ হয়" ইত্যাদি, আমি একথা কোনো দিনই বিশ্বাস করি না। গুরু কৃপালাভের উপযুক্ত হওয়াই তো সাধকের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চরম যোগ্যতার প্রমাণ। যদি গুরু কৃপাই লাভ করে কেউ, তাকে কি আর অযোগ্য বলা যায়? গুরু কৃপা আর ভগবৎ কৃপা তো পৃথক বস্তু নয়। আচার্য-দেহের বা বিগ্রহের মারফতে ওই পরমবস্তু লাভ হয় ব'লে লোকে তার দাবী জানায় ব্যক্তিরূপ বিগ্রহ গুরুর কাছে। পরমার্থতঃ সে কৃপা আসে পরমপুরুষের নিকট হতেই বরং তা কখনো অযোগ্য ক্ষেত্রে আপতিত হয় না। বাহ্য দৃষ্টির বিচারে আধ্যাত্মিক যোগ্যতার ওজন হয় না, আর কেউ কাহাকেও এই কৃপা নিজ উচ্ছায় দিতেও পারে না। আমার ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা তো আছেই। আমার বিশ্বাস যে, যে ক্ষেত্র যত উন্মুখ ও নির্ম্মল, সেই ক্ষেত্রেই শুভেচ্ছা ততো গভীর ভাবে প্রতিফলিত হয়। এর মধ্যে আমার কোনো বাহাদুরী বা কর্ত্তৃত্ব নাই।

আমার ঘাড়ে যে সব দায়িত্ব অর্পিত আছে, তাকেতো উপেক্ষা করতে পারি না, স্থুল দেহ-ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকা অবধি বাহ্য প্রকৃতির পূজা করতেই হবে; আমার ওই পূজার ক্রম এইরূপই, যা করতে দেখ।

তোমার বর্ত্তমান চিত্তাবেগ আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। জন্মাগত সংস্কার দ্বারা মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হ'লেও, ভিতরে নির্ম্মল স্রোতের প্রবাহ চলছে। শীঘ্রই ঘোর কেটে যাবে। অহরহ ধ্যান প্রবাহ চালিয়ে যাও, উর্দ্ধগ্ থাকো। * *

* * সকলের কুশল লিখবে। প্রতিমা কোথায়? তারা কেমন আছে? আমার শরীর বেশ সুস্থ নাই। সাধন-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পন্থার কপি পাঠাবে, সংশোধন করে দেবো, পোকায় কাটা হলেও ক্ষতি নাই ওঁমিতি— শুভার্থী—

যোগজীবনানন্দ।

সৎ সংগ সম্মিলনে

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ—আমরা সংসারবদ্ধ জীব। আমাদের এই জ্ঞান, মুক্তি, যৌগিক ক্রিয়া এসব কি হবে গুরুদেব ?

আচার্যদেব (সত্যর্ষি)

উঃ—মুক্ত আকাশে পাখী উড়ছে, অন্য একটি পাখী সীমাবদ্ধ পিঞ্জরে থেকে আকাশ পানে চেয়ে রয়েছে, কিন্তু পক্ষীত্ব উভয়েরই সমান বিদ্যমান। মুক্ত ও বদ্ধ এই দুই বিপরীত অবস্থায়ও সেই "পক্ষীত্ব" উভয়েরই বর্ত্তমান। ঐ পিঞ্জরে আবদ্ধ থেকেও যদি নিজ পক্ষীত্ব (এথায় আত্মবোধ) ঠিক উপলব্ধি কর্ত্তে পারে তবে সে মুক্ত। "বদ্ধ-বদ্ধ" করলে কি হবে মুক্ত হবার চেষ্টাও কর নাই—আস্বাদও পাও নাই।

যেরূপ যেরূপ উপদেশ করেছি বিশ্বাস রেখে ঠিক ঠিক সেই মত কাজ ক'রে যাও দেখি। আলস্য ত্যাগ করতে হবে। ধৈর্য ধরে আসনে জোর ক'রে ব'সে থাকবে।

সকল কাজের সময় পাই,
প্রভো ! তোমায় ডাকার সময় নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে বদ্ধ বদ্ধ করে সে চিরকাল বদ্ধই হোয়ে থাকে। আমি মুক্ত মুক্ত, আমি অজর অমর, আমিই সেই চিরমুক্ত পরমাত্মা, শাশ্বত, সনাতন এরূপ ভাবতে ভাবতে মনের গতি উর্দ্ধগ্ হয়। ভাবা মানে দৃঢ়তার সহিত ধ্যান ও নিয়ত ঐ চিন্তা। উপাসনা নিত্যকালের সারকর্ম্ম। নিয়ত উপাসনায় বিরত হবে না।

পুরী,—২-৪-৪৮

ওঁম্ শুভমস্তু,

মৃণালী মা, তোমার চিঠিটা পড়লাম, পড়তে গিয়ে ধৈর্য রাখা কষ্টকর। তোমার ক্ষোভ স্বাভাবিক। নারীমণ্ডলীর প্রতি ওই আবেদন ছিলো আমার, ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতার প্রহসন উৎসবে যোগদান না করার জন্য। আমি বোলেছিলাম সমগ্র হিন্দুস্থানের নারীদের উপবাস কোরতে নারীজাতির প্রতি অত্যাচারের প্রতিকার ও প্রতিরোধ কল্লে। কই নারী সমাজ তো তা করেনি ?

যে অত্যাচারের কাহিনী তুমি শুনেছো. হয়তো তার চেয়েও বেশী হ'য়েছে, এবং কেবল একপক্ষে নয়, উভয় পক্ষে। এই অত্যাচার হয়েছে জাপানে, চীনে, রেঙ্গুনে, সিঙ্গাপুরে, রাশিয়ায়, ফ্রান্সে, ইটালিতে। হোচ্ছে কাশ্মীরে, হায়দ্রাবাদে, পূর্ব্বপাকিস্থানে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র। কে কাকে রোধ কর্ব্বে ? পাশব শিক্ষাদীক্ষা ও বর্ত্তমান আসুরিক সভ্যতার ওই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিণতি। জগতের কাম্য আজ শুধু দৈহিক ক্ষুধার চরিতার্থতা ; কী দিয়ে সে বেগ থামাবে বলো ? মহাত্মার হাতে কি এর প্রতিকারের উপায় ছিলো ? মুসলীম তোষণ কংগ্রেসী নীতির মধ্যে হিমালয়ান ভ্রান্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিহিংসা নিতে বদ্ধ পরিকর হোলেও এ অত্যাচার থামতো না। উভয় পক্ষেই দ্বিগুণ হোতো। উচিত ছিলো জাতীয়তার মোহে মুগ্ধ না হোয়ে, মিলনের ভ্রান্ত আশা পোষণ না কোরে, হিন্দু-মুসলমান দুই পৃথক রাজ্যে বাস করা। অবশেষে তাই হবে হয়তো ; তাহলে পরে এতো লাঞ্ছনার কারণ ঘটত' না। ওই সব অত্যাচারিত নারীদের গতি কি হবে ? সে দায়িত্ব সরকারের এবং জন-সাধারণের! তাদের সমাজ গ্রহণ করার অভিনয় দেখাচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয় গৃহীত হয়েও তারা গৃহে যোগ্য সম্মান পাবে না। কাজেই তারা আদরকে স্বীকার কোরতে ভয় পাচ্ছে। উচিত তাদের জন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে দিয়ে তাদের কাজের লোক করে তোলা। আর কোনো পথ আমি ভেবে পাই না।

আমি কোনোদিন ভালো, কোনোদিন মন্দ, এই একই রকম আছি। ভীড় জমেছে এখানেও, বিশ্রাম ঠিক হোচ্ছে না। জ্বর কমেছে, তিন দিন ভাল আছি। পেটের বেদনাও ছিল, ওখান থাকতে কমছিল, বলার প্রয়োজন হয়নি কিছু।

তোমার ব্যক্তিগত অসুবিধা পারিপার্শ্বিক অশান্তি যা আছে তার প্রায় অংশই আমি জানি। কিন্তু সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাত ওরূপ তো থাকবেই। আছেও প্রায় প্রত্যেকের। যে যত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বেশী ডুবে যায় ওর মধ্যে, সে ততো বেশী হাবুডুবু খায়। যে যত গ্রাহ্য কম করে সেই সুস্থ থাকে। সহজে প্রতিবিধান হয় ভালোই,—অন্যথায় উপেক্ষা করাই নিষ্কৃতির উপায়। যত বেশী মাথা গলাবে ততো বেশী জড়াবে।

তোমার আগের চিঠিতে ধ্যান, ভাব ও অনুভূতির কথা যা লিখেছ সবই ভালো কিন্তু জড়ানো বিশ্লেষণ করা, বিশুদ্ধ একটানা গতি হচ্ছে না। আরো ডুবে যাও গভীরতম কেন্দ্রে দৃষ্টি দাও। "ভাবের" পরে "সত্য"। সত্যেরই ভাব, ভাবের সত্য নয়। ভাবে ঢেউ আছে, ঢেউ প্রতিবন্ধক, শান্ত গভীর তন্ময়তার মধ্যে যে অমৃতরস, তাকে অনুভব কর্ত্তে চেষ্টা করো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল তন্ময়তা, কেবল ধ্যান, কেবল ভিতরে গতি ; তোমার প্রচেষ্টা সার্থক হোক।

আমি তোমাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। রাণী এসেছে, ৫।৬ দিন পরে ফিরে যাবে। এদিক সেদিক থেকে আরও দু-চার জন আসবে। আসবো করছে, তোমরাও চ'লে এসো না ! এখানেই আবার সৎসঙ্গ জমে উঠুক। কুশল লিখ্‌বে। স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি —

যোগজীবনানন্দ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহিলা কুটীরশিল্প শিক্ষাশ্রম

ওঁম্ শুভমস্তু

স্নেহাশীর্ব্বাদ সবাইকে,

স্নেহের—,তোমার চিঠিগুলি সবই পেয়েছি। হাত কাঁপার জন্য খুব ধীরে ধীরে লিখতে হয়, তাতে উৎসাহ থাকে না। কাজেই মনে মনেই উত্তর দিতে বাধ্য হই।

তোমার ভাসুরের মৃত্যু সংবাদ খবরের কাগজেই প্রথম দেখে মর্ম্মাহত হয়েছি। ওঁর সাথে ক্ষণকালের আলাপ তা আজও মনে আছে এবং দীর্ঘকাল মনে থাকবে। পরধামগত আত্মার শ্রেষ্ঠ গতি হউক।

পুত্র যাই করুক না, মাতা পিতা কেন তাদের কর্ত্তব্য করবে না? নিশ্চয় একদিন তার মতি ফিরবে।

তোমার স্বপ্ন দৃষ্ট বৃত্তান্তগুলি আমার মনে আছে। উৎকণ্ঠা কিছু নেই ওবিষয় নিয়ে। প্রতিকূল পরিবেশে আহত মনোবৃত্তি ভাবাবেগকে স্বীয় রচনা দ্বারা পরিতৃপ্ত করে। স্বপ্নের বহু অংশ এই রচনা সম্ভূত, কিন্তু তার পেছনে একটা সত্য ভূমিকা থাকে। সাক্ষীবৎ ও শুধু দেখে যাওয়ার বিষয়। ওর ইঙ্গিতে গতিপথ বা লক্ষ্য নির্ণয় করা উচিৎ নয়।

ভবিষ্যতের মধ্যে ঢুকে ঘুরপাক খাওয়া অপেক্ষা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সহজ পথ হচ্ছে, প্রত্যক্ষকে স্বীকার করা সহজ মনে।

ছেলে মেয়েদের আশীর্ব্বাদ দিও। স্নেহাশীর্ব্বাদ সবাইকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীমান বেশ দেহে মনে সুস্থ নেই, আবার ভ্রাতৃবিয়োগে আরও আঘাত পেলো। সরলমনা ও আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিদের অপ্রকাশ্য বেদনা বড় বেশী লাগে। কথায় কাজে ব্যবহারে তোমরা সবাই ওকে শান্তি দেবার চেষ্টা করো। তাহলেই ভালো থাকবে। কুশল চাই ওঁমিতি—

চিরশুভার্থী—যোগজীবনানন্দ

মহিলা কুটীরশিল্প শিক্ষাশ্রম
পুরী—৩০-১১-৫৪

ওঁম্ শুভমস্তু,
স্নেহাশীর্ব্বাদ সবাইকে—

স্নেহের—মা, তোমাদের চিঠি ঠিক সময় মতোই পাই, কিন্তু উত্তর দেওয়া ঘটে না। সকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা অবধি নাওয়া খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া কাজের কামাই নেই। লিখতে অসুবিধা অর্থাৎ ধীরে ধীরে লিখতে হয় বলে বিস্তর সময় চাই চিঠি লেখার জন্যে, তাই চিঠি অন্য লোক দিয়েই বেশী লেখাতে হয়। তোমাদের ব্যক্তিগত ও পরিবারগত চিঠি তো অন্যকে দিয়ে লেখানো সম্ভব হয় না, তাই ঠিক্ ঠিক্ উত্তর পাও না। এর জন্য দুঃখ পেও না।

শ্রীমানকে আশীর্ব্বাদ জানাই। তার ও তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য হচ্ছে বাহ্যিক বিষয়ের জন্য মাথা না ঘামিয়ে ধ্যান ধারণার উপর নির্ভর করা। তোমরা তো চিরদিন সরল বিশ্বাসী নির্ভর-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শীল সাধক। তোমরা কেন ঈশ্বর শরণাগতি ছাড়া অন্য ঘটনাকে বড় করে দেখবে তা আমি বুঝতে পারি না। চিন্তার দ্বারা, চাঞ্চল্য দ্বারা কী কখনো কোনো সমস্যার সমাধান হয়েছে ? দুঃখদায়ক বা বিরক্তিকর ঘটনা সমুহের প্রতি উপেক্ষা এবং শুধু আন্তরিক কুশল ভাবনাই দুঃখ ও বিপদ এড়াবার একমাত্র পথ। হৃদয়ের দুর্বলতা দূর করার উপায় উপাসনায় নিমগ্ন হওয়া। দুজনেই তাই করো, সমস্যার ন্যায্য সমাধান হ'য়ে যাবে।

—র পক্ষে কিছুক্ষণ উপাসনা করা একান্ত কর্ত্তব্য ; সম্ভবতঃ ও প্রণালী ভুলে যায় নি। যদিও বা কিছু ভুল হ'য়ে থাকে, বসলেই পথ পেয়ে যাবে। একথাটা আমার হ'য়ে ওকে জানিয়ে দিও। আমরা ভালই আছি। তোমাদের কুশলসহ সকলের কুশল চাই। স্নেহাশীর্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

পুরী

ওঁম্ শুভমস্তু,

স্নেহের—মা, আমার আশীর্ব্বাদ নাও। শ্রীমানকে স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাই। অনেক কেটেছে অল্পই বাকী, এর জন্য আর অতিষ্ঠ হ'য়ে লাভ কি ? যদি পারতে বাইরের সব কিছু উপেক্ষা করে আত্মস্থ হ'তে, তাহলে যে যোগ্যতা আছে, তা নিয়েই তাদের সমকক্ষ হ'তে পারতে, যাদের তোমরা পূজা করো। কবি চিত্ত স্বতঃই অসহিষ্ণু—কিন্তু যদি তাতে ত্যাগের সুর বাজে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

GURUKULA KANGRI LIBRARY

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তো সে চিত্ত হ'তে পারে ধৈর্যে পাহাড় সদৃশ। প্রেমের বেদীতে যে ঠাকুর বসেন, সে ঠাকুরের মন্ত্র বাজে বংশীরবে। বৈরাগ্যের বেদীতে বসেন যিনি, তিনিও প্রেমিক কিন্তু তাঁর বিষাণ বাজে বজ্রনিনাদে। দুইএর গতিপথ স্বতন্ত্র। বৈরাগ্যের রূপ কঠোর কিন্তু অন্তর মধুময়। প্রেমিকের রূপ মনোহর কিন্তু অন্তর বজ্রতুল্য নির্ম্মম। একমাত্র পথ উপেক্ষা সহকারে নীরব প্রতিক্ষা। অন্য পথ নেই। তোমার চিত্তে শান্তি আসুক—এই আমার আশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

"স্বর্ণলতা ভবন"
পুরী আশ্রম—২৮-১২-৪৯

ওঁম্ শুভমস্তু,
স্নেহাশীর্ব্বাদ সবাইকে।

স্নেহের—মা, তোমার চিঠি পেয়েছি। হৃদয়ে তোমার যে ভাব জাগে তার সাড়া পাই আমার হৃদয়ে। কিন্তু সংসারটা তো আর একদুই জনার জন্য নয়। বিভিন্ন কর্ম্মধারার ফলস্বরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি সৃষ্ট হয়নি, ভাবধারাও কারুর মতো কারুর নয়। প্রত্যেকেই স্বাধীন স্বতন্ত্র ; যদিও মাতাপিতার মিলনকে আশ্রয় কোরেই জীবের আবির্ভাব। আমরা ভুল বশতঃ মোহের অধীন হোয়ে সম্বন্ধের দাবী তুলি, কেউবা তা মানে—কেউবা মানে না। সমাজ গঠিত হয়েছে মানুষের প্রয়োজনে ও খেয়ালে। সমাজ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চালাবার জন্য মানুষই গড়েছে বিধান, আবার মানুষরাই তাকে মেনে চললে, তাকে সমাজধর্ম্ম বোলে গৌরব দিলে, অভ্যাস বশতঃ সে বিধান মজ্জাগত হলো বংশ পরম্পরায়, তাই এতো সামাজিক ঘাত প্রতিঘাতের সুখ দুঃখ প্রাপ্য হলো মানুষের ভাগ্যে। এর সাথে ঈশ্বরের সম্বন্ধ নাই। তাঁর বিধান আর মানুষের রচা বিধান এক নয়। বরং বিপরীত। মানুষ চায় তার গরজে, সে তা না পেলে ঈশ্বরের বিধানকে দোষ দেয়। অথবা তার আচরিত ধর্ম্মকে আক্রমণ করে। সে ভাবে ধর্ম্ম আমাকে রক্ষা করলে না, কিন্তু সে যে ধর্ম্মের সত্য মর্ম্ম গ্রহণ করেনি, সে কথা সে ভাবে না। এই ভ্রান্তি, এই কুশিক্ষা মানব সমাজকে দেশে বিদেশে অন্ধ কোরে রেখেছে। এই অন্ধ জন সমাজের অন্ধ প্রধান অপর অন্ধ অপ্রধানকে শাসন ও পরিচালনা করছে, উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করছে। ঈশ্বরের বর্ণনা দিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছে। অন্ধ দেবতার অন্ধ পুরোহিত অন্ধ ভক্তকে অন্ধের যোগ্য মন্ত্র পড়াচ্ছে। এর পরিণাম অন্ধকার ছাড়া আলোক প্রাপ্তির আশা কোথায় ?

যে যথার্থ ত্যাগী, যে কিছু চায়না, যা আসে তাকেই সম-শ্রদ্ধায় বরণ করে অবস্থার আপত্তি তোলে না, সেই প্রকৃত সুখী সেই প্রকৃত চক্ষুষ্মান মানুষ। আর সবাই অন্ধ।

মা, সারা জীবন ধরে কত চাওয়া পাওয়ার তাগিদে কত সুখ দুঃখের দোলায় দুলেছো, এর মধ্যে আপত্তির কি বিরাম ছিলো ? কোনটাই নিখুঁত প্রাপ্তি বলে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হোতে পেরেছো ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পারোনি। তবুও অবস্থাগুলি এসেছে এবং তাকে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক গ্রহণ করতে হয়েছে। নয় কি ?

এইবার বুঝে নাও ঘটনা ও মানুষের রচিত বিধান এক নয়। ঘটনা প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে, তা অনিবার্য। মানুষের আপত্তি নিরর্থক। শান্তি পেতে চাও, ত্যাগী হও। বস্তুর দিকে ত্যাগী হবার কথা বলছি না। ভাবের দিক দিয়ে আশা আকাঙ্খাকে পুরোপুরি ত্যাগ করো। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ কর্ত্তব্যের সেবা করো। অন্য পথ আর নাই। ভেলকীতে ভুলো না, সত্যকে চেনো।

ভাল আছি। ৩০শে রাষ্ট্রপতি আসছেন এ আশ্রম দেখতে, সেই ধাক্কায় ব্যস্ত। ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

মহিলা শিল্পশিক্ষাশ্রম
২৫-৭-৫৪

ওঁম্ শুভমস্তু,

স্নেহাশীর্ব্বাদ সকলকে।

স্নেহের—মা, তোমার আকুলতাভরা চিঠিগুলি মর্ম্মস্পর্শী, অপূর্ণতার ব্যথা তোমার চিত্তকে মথিত ক'রছে। দীর্ঘদিন ধরে এই আঘাতের ফলে তুমি খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ। কেবল শরীরগতই নয় মনও দুর্ব্বল হয়েছে। তাই প্রতিপদে প্রত্যেক কাজেই আসছে ব্যর্থতার সংবেদন। ঠিক ব্যর্থতা নয়—আশার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুরূপ ফল পাও না। তোমার অভিলাষ ও সংকল্প ঠিক ঠিক তোমার পরিবেশের পরিমাপে হয়নি। তাই এত অসুবিধা ঘটছে। এক্ষেত্রে কর্ত্তব্য হচ্ছে,—সংকল্প বর্জিত নিরপেক্ষ হওয়া অর্থাৎ উপেক্ষা। যে পর্য্যন্ত আশা থাকবে, ততদিনই ব্যর্থতার বেদনা সংকল্পের উল্লাস চঞ্চল করবেই। তোমার বাহ্যিক সহিষ্ণুতা ও মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে সত্য কিন্তু অন্তরের ভাংগন তীব্রতর। এ সহনশীলতা ঠিক উপেক্ষা নয়। গীতায় আছে না ? অনপেক্ষ শুচি হতে হবে। যে কোনো অবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। লাভ, ক্ষতি, সুখ, দুঃখ প্রাকৃতিক অনিবার্য ঘটনা বলে মেনে নিতে হবে। ছেলে মেয়েরাও তোমাদের উপলক্ষ্য করে আবির্ভূত হয়েছে, তাদের প্রারব্ধ ভোগ করতে। তারা স্বতন্ত্র জীব, তোমাদের ইচ্ছায় তাদের কর্ম্ম বা ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে কি করে ? এটা আশা করা ভুল নয় কি ? তুমি কুশল চাইবে। ইচ্ছা বা গতিপথে বাধা দেওয়ার চেষ্ট করো না।

তোমার অনুভূতিগুলির উত্তর পরে দেবো। এরপর বলছি মেয়ের কথা, ও বিবাহ করবে কি করবে না, সেটা ওর ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। যে হেতু ওর পক্ষে কুপথে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। এখন ও বেশ আছে। কেন ওকে যেনে শুনে দুর্ব্বহ সংসার বন্ধনে ঠেলে দেবো আমরা ? একথাটা খুব স্থির চিত্তে ভেবে দেখো তোমরা দু'জনেই। আমি অনেক ভেবেই একথা লিখ্‌লাম। আজ আর কিছু লেখার নেই। কুশল চাই। ভালো আছি। স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুরী,—৮।৫

ওঁম্ শুভমস্তু,

স্নেহের—মা, আশীষ জানাই সবাইকে। পত্র পেয়েছি। আশ্রম চলছে, অবশ্য এখনো সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হয়নি, তাই ব্যাপৃত থাকতে হয়।

তোমার স্বপ্নের অর্থ অশুভ নয়। প্রকৃত রূপ যা সংসার সম্বন্ধে তাই দেখেছো স্বপ্নলোকের ছায়াচিত্রে। অজানিত মনের গহণে যে সংকল্প আছে তারই আভাস এলো অবচেতন মনে। ও বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে না। এর সাথে বাহ্যিক ঘটনার কোনো সংস্রব নাই।

তুমি অনর্থক চিন্তার চাপ বাড়াও কেন? ছেলে মেয়ে বা যে কেউ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম্ম নিয়ে অভিব্যক্ত; তারা সকলে স্বীয় কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করবে, তুমি গর্ভে ধারণ করেছ ব'লে তাদের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত তোমার ইচ্ছায় হবে না। তোমার ব্যস্ততার হেতু কি? উৎকণ্ঠা দ্বারা তো ঘটনাকে সরিয়ে দিতে পারবে না, এক্ষেত্রে ব্যস্ততায় লাভ কি? মনের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা ছাড়া এ চাঞ্চল্য, এ উদ্বেগ কিসে প্রশমিত হবে? দুর্ভাগ্য কোথায়? কেন তুমি অবস্থা সমুহকে হৃষ্টচিত্তে বরণ করে নিতে পারছো না, তা ভেবে দুঃখিত হই। প্রারব্ধ ভোগের উপর আপত্তির অবকাশ কোথায়? তোমার শরীরগত অক্ষমতার জন্য কাকে দায়ী করবে? বুদ্ধির প্রখরতার সাথে মনের সহিষ্ণুতা সমমানে বাড়তে না পেলে অনুভূতি হয় পীড়াদায়ক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কার্য ও কারণের সম্বন্ধ চিন্তা করো। ঘটনা প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে, কেউ তার কর্ত্তা নাই। ঘটনাকে স্বীকার করতেই হবে। উদ্বিগ্ন হয়ো না। আপত্তি তুলো না অবস্থার উপর। আর বেশী কি লিখ্‌বো ? প্রত্যেককে স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

সত্যায়তন মহামন্দির
১০-১-৪৮

ওঁম্‌ শুভমস্তু,

স্নেহের— মা, প্রত্যেককে স্নেহাশীর্ব্বাদ। তোমার লিখিত দু'খানি চিঠি পেয়েছি। * * বাড়ীতে হোম ও সৎসঙ্গের প্রস্তাব খুবই ভালো। ওরা আর যাতে কোনো মুসকিলে না পড়ে তার জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করছি ও করবো। তোমরা যেনো কোনো কারণেই উপাসনা ও সৎসঙ্গে ঢিলা দিও না। ছোটদেরও সঙ্গী করবে। উৎসবে এদিকে এসো।

দুঃশ্চিন্তা দুঃখ আপদ বিপদ সংসারে তো নিত্য লেগেই আছে, তাকে যত গ্রাহ্য করবে ততোই পেয়ে বসবে। ওসবের দিকে কর্ত্তব্যের অধিক নজর দিতে নাই। কর্ত্তব্য যতোটুকু তাতেও অবহেলা করা উচিৎ নয়। মনের দিক দিয়ে নিরপেক্ষ থাকা ছাড়া শান্তির অন্য রাস্তা নাই। প্রবল উপাসনা ও অহরহ ধ্যানে লেগে থাকাই নিরাপত্তার একমাত্র উপায় ও অবলম্বন। ঘটনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিও না। নির্লিপ্ত দ্রষ্টার মত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্থিরভাবে বিচার করে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবে। তাহলেই উদ্বেগ কম হবে।

আমার শরীর সুস্থ নয় বটে—অচল নয়। এখন এই অবস্থাটাই ভালো বলে মেনে নিতে হচ্ছে। আর সবাই ভালো আছে। ওদিকের সাহায্য এর মধ্যে আসবে আশা ছিলো—আসেনি। সবাই যদি যথাকালে মাসের ২।৩ তারিখের মধ্যে পাঠায় এবং আগের চেয়ে যদি কিছু বেশী দেয়, তাহলে সুবিধা হয়।

প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ দিও। ওর শরীর ও মনের অবস্থা জানিয়ে চিঠি দিতে বলবে। ওর উৎসাহের উপরই সৎসঙ্গ নির্ভর কর্চ্ছে। * * * —দের বিবরণ জানলাম। অতকথা আমি ভাবিনি এবং শুনিওনি, কিন্তু এই ঘটনা যে আত্মকৃত দুষ্কৃতির জন্য তা জেনেছিলাম। ওর আত্মার উচ্চ-গতির জন্য চিন্তা নাই। সে কর্ত্তব্য আমি করেছি। এদিকে কাজের চাপ কিছু বেশী, তাই উত্তর দিতে দেরী হয়। তোমরা রীতিমত চিঠি লিখ্‌বে, আমি ফাঁক পেলেই উত্তর দেবো। স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যায়তন মহামন্দির
তাং ১২-৬

ওঁম্ শুভমস্তু,

স্নেহের—মা, পত্র পেয়েছি। স্নেহাশীর্ব্বাদ সবাইকে। সব বিবরণ জানলাম। আগের চিঠিতে মন্ত্র স্মরণ সম্বন্ধে যা লিখেছো, তার উত্তর এই যে দুইটীর মধ্যে যেটী তোমার অভ্যস্ত সেইটী অহরহ স্মরণ কোরবে। আনন্দময়ীমার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ অবশ্যই কল্যাণপ্রদ হবে। যাদের সাধনা ভালো, তারা সহজেই মহাজনের সঙ্গপায়; কিন্তু নিজের কর্ম্মকে মুছে দেওয়া চলবে না, তার জন্য তপস্যা করতেই হবে। যে ভাবে পারো, যতক্ষণ পারো—স্মরণ ভাব নিয়ে যত বেশীক্ষণ থাকতে পারবে, ততোই চিত্ত প্রশান্ত হবে। ব্যস্ততায় অগ্রসর হওয়ায় বাধা পড়বে।

আশ্রমের সবাই ভালো। ঝড়ে এবং আমার অনুপস্থিতিতে কিছু অসুবিধা ঘটেছে। কুশল লিখ্‌বে। স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

সত্যায়তন, পোঃ ছাতনা
৮-২-৪৪

ওঁম্ সত্যম
শুভমস্তু,

স্নেহের—মা, আশীর্ব্বাদ জানবে। আমি এখন ভাল আছি, দুর্ব্বলতা ছাড়া অন্য অসুখ নাই। উৎসব শেষ না হলে কোথাও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যাওয়ার উপায় নাই। তারপর ওদিকে যেতে পারি।

তোমার সাধনকালের অবস্থা মন্দ নয়। অমন অনুভূতি হয়ে থাকে, তবে চিত্তের দৃঢ়তা যাদের বেশী—তাদের চাঞ্চল্য কম হয়। ওসব অবস্থা কিছুদিন থাকার পর রূপান্তরিত হ'য়ে যাবে। ধ্যানে একাগ্রতা হলেই হল। যদি কোন মূর্ত্তি না ভাসে ক্ষতি নাই। আনন্দময় শূন্য অবস্থাই ধ্যানের লক্ষ্যবস্তু।

তোমার পার্থিব অবস্থা জানলাম, ও সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নাই। নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে, স্বীয় যোগ্যতার অনুরূপ ব্যবস্থা করে নেবে। এখানে সবাই ভালো আছে। তোমাদের কুশল লিখবে। সকলকে স্নেহাশীর্ব্বাদ দিও ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

মহিলা কুটীরশিল্প শিক্ষাশ্রম
৭।১০

ওঁম্ শুভমস্তু,

স্নেহের—মা, তোমার চিঠি পেলাম। আশীর্ব্বাদ করি তোমার চিত্ত সবল হউক। হর্ষ বিষাদ, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি, লাভ ক্ষতি, নিন্দা স্তুতিকে সমান ভাবে সদ্‌গুরুর দান বোলে গ্রহণ করার শক্তি হউক। ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ওঁম্

বিদায়ী বর্ষ বন্দনা

রক্ত পিচ্ছিল রাঙা পথ বেয়ে বিদায় হলো তাপদগ্ধ বিগত বর্ষ। সে দিয়ে গেল অভিশাপের গ্লানিঢাকা নব চেতনার আশীর্ব্বাদ, অশ্রুসিক্ত উদ্দীপনা, ঘুম ভাংগানোর আর্ত্তনাদ। তাঁকে নমস্কার।

নব বর্ষ প্রশস্তি

স্বাগত নববর্ষ! কাজল মেঘের গভীর গর্জনে বাজালে কি রণ ভেরী! কাল বৈশাখীর হাত ছানিতে জানিয়ে দিলে কোন্ সংগ্রাম যাত্রার ইংগিত? হাতে কি তোমার শোনিতোজ্জল বিজয় মাল্য! কোন্ দিগন্ত হতে বয়ে এনেছো প্রাণ লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা? কে সে সর্ব্বত্যাগী বিজয়ী বীর লাভ করবে এই অমর আশীর্ব্বাদ, কার হাতে দেবে সত্য প্রেমের অভয় নিশাণ? সে কোন্ মহাজন তাঁকে নমস্কার! তরুণ রবি ক্লিষ্ট বন্ধুর পথে ঢালছে নব প্রেরণার উজ্জ্বল কিরণ ধারা, তাজা রক্তের ঝলকে ঠিক্‌রে পড়ছে তার ব্যথাহত তীব্র প্রতিবিম্ব। বাতাসে বইছে মৃত সঞ্জীবনী প্রাণ রসের স্পর্শ শিহরণ, স্পন্দন জাগছে থেমে যাওয়া গলিত হৃদ্‌পিণ্ডে। শতযুগের শ্মশান ভস্মের তলা হ'তে মাথা উঁচু করে জেগে উঠছে অতীতের মৃত সগরবংশ। নেমে আসছে পতিতপাবনী মুক্তিধারা, লক্ষ মৌন মূক অস্পৃশ্য জড় শীলার ছোঁয়ায় পবিত্র হ'য়ে, কানে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আসছে সুপ্ত জাগানো কলধ্বনি। অভিশপ্তের শাপ মুক্তি উৎসবে আজকে বাজায় আগমনী শংখ! সে কোন ভগীরথ? তাঁকে শত শত প্রণাম!

সুনন্দিত নববর্ষ! শুভাশুভের বিশেষণে তোমার বৈশিষ্ট্য নির্ণিত হবে না। তুমি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অননুভূত অচিন্তস্বপ্ন অজ্ঞাত অভিজ্ঞতাবাহী নবাগত। অনিশ্চিত তোমার আসন—অপূর্ব্ব তোমার বন্দনা। তুমি এলে আশা আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র দোলায় চেপে আর্ত্ত আর উন্মত্ত কলরব মুখর বিভৎস বর্ত্তে। তোমাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার। তুমি যা এনেছো—আশীষ, অভিশাপ, শান্তি, বিসম্বাদ, শিব, অশিব, সুদূর কুৎসিত,—তাই আজ বরণ করে নোব সহজ মনে। তুমি শুধু আমাদের ক্ষুদ্র চিত্ততা দূর কর—ভীরুতা ঘুচাও। যা হারিয়েছি শোক নাই তার জন্য, যা পেয়েছি তাকে অবজ্ঞা নাই, যা পাইনি তার উৎকণ্ঠায়ও তোমার অভ্যর্থনা কুণ্ঠিত হবে না। চাই তোমাকে সরল সত্য মূর্ত্তিতে। কপট মৈত্রীর লাঞ্ছনা অপেক্ষা, উলঙ্গ সত্যের বজ্রাঘাতই আমাদের বরণীয়। সত্য সুন্দরের কল্যাণময় বেদিপীঠ, পবিত্র হিন্দুস্থানকে আর কদর্যতায় কলুষিত হ'তে দিও না।

সত্য জয়লাভ করুক, যা ন্যায় তাই হোক সার্থক—

১লা বৈশাখ, ১৩৫৪ সাল। যোগজীবনানন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১।১সি, তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা
২৮-৩-৩৬

ওঁম্ শুভাশীর্ব্বাদ,

স্নেহের মলিনা, তোমার ও জিতেনের পত্র পেয়েছিলাম। উৎসবের ভীড়ে আর তোমার পত্রের উত্তর দেওয়া হয়নি—আজ লিখ্‌ছি এতদিন পরে। সেদিনকার কথা হচ্ছিল—সংসার জীবনে নিজেকে নিরাপদ রাখ্‌তে হলে, ৪টি বিষয় অভ্যাস রাখতে হয়। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা। মৈত্রী শব্দের অর্থ হচ্ছে—অবৈরিত্ব অর্থাৎ অনিষ্টকারীর প্রতিও আক্রোশ না রাখা। মনে মনে এইরূপ চিন্তা কর যে ভ্রান্তি বশত এ আমার প্রতি হিংসাপরায়ণ হ'য়ে ক্ষতি করলেও, ইহার যেন কোন ক্ষতি না হয়, বরং ভ্রান্তি দূর হ'য়ে শুভেচ্ছার উদয় হয়।

করুণা—পরের দুঃখ দূর করার শক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, দুঃখ জান্‌লেই তা বিমোচনের ইচ্ছা বা প্রার্থনা উদয় হওয়া চাই। ইহার দুঃখ দূর হউক, এরূপ প্রার্থনা বা যথাসাধ্য চেষ্টা করার নাম করুণা।

মুদিতা—অপরের উন্নতি ও সুখে উৎসাহ প্রকাশ করার নাম মুদিতা। এর অপর অর্থ হচ্ছে সন্তুষ্টি। যে অবস্থাই আসুক না, সন্তোষের সহিত তাকে মেনে নিতে হবে। সর্ব্বদা যে উৎফুল্ল এবং সন্তুষ্ট থাকতে পারে তাকেই বলে সন্তুষ্টী, অপরের শুভ প্রচেষ্টা নির্ভূল না হ'লেও নিন্দা কর্ত্তে নাই। বরং তাকে উৎসাহিত কর্ত্তে হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উপেক্ষা—যাহাতে কোন প্রয়োজন নাই, এমন ঘটনা বা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না করা। যাহার প্রতিকার সম্ভব নয়, তাহা বিরক্তিকর হ'লেও তাতে উত্যক্ত না হ'য়ে—সে বিষয় হ'তে নিজকে নিরপেক্ষ রাখা। অপরের অসৎ কার্যের বা দোষের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, তার সত্য সুন্দর অংশ গ্রহণ করা, প্রভৃতি ভাবের নাম উপেক্ষা। স্বজনের মঙ্গল চেষ্টা কর্ত্তব্য—কিন্তু যদি সে একান্ত অবাধ্য হয়, যত্নে কোন ফল না হয়, তখন সে বিষয়ে নিজকে দুঃখিত বোধ না ক'রে, সে বিষয় ভুলে থাকার চেষ্টা করা সঙ্গত। এই হচ্ছে ঐ চারিটি কথার মোটা-মুটি ভাব। এই পথ ধরে চিন্তা করলে এই ৪টি কথার মধ্যে সমগ্রভাবে চরিত্র গঠনের এবং বাহ্যিক দুঃখ নিবৃত্তির পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। আর কোন্ বিষয় তুমি জানতে চাও, লিখবে। কুশল প্রশ্নযুক্ত পত্র আমার নিকট তৃপ্তিপ্রদ বোধ হয় না, যদি তাতে তত্ত্ববিষয় জিজ্ঞাস্য না থাকে। জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কুচিতা হবে না। বিশ্বাস রেখো যে তোমাদের সহস্র জিজ্ঞাসায় আমি কদাচ বিরক্ত হই না, বরং সুখী হই। * * প্রত্যেক সত্যাশ্রয়ীদের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানাবে, এবং সকলের কুশল লিখবে! স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাঁকুড়া, ১১-৪-৩৬

ওঁম্ শুভাশীর্ব্বাদ,

স্নেহের মলিনা,

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হয়েছি। * * *
উপাসনায় অগ্রসর হওয়া বুদ্ধি সাপেক্ষ নয়, অভ্যাস সাপেক্ষ। খুব উত্তম চরিত্র, জ্ঞানী, নিসঙ্গ, ব্যক্তিও যদি অভ্যাস কম করে, এবং অল্পবুদ্ধি, বহুজন সঙ্গী, চরিত্রে ২।১টা দোষ আছে, এমন ব্যক্তি প্রবল অভ্যাস করে, তবে এ দুইএর মধ্যে প্রবল অভ্যাসকারীই অগ্রসর হয় বেশী। এবারকার "সত্যবাণী" (উৎসবাঞ্জলী,) ভাল করে পড়বে, যদিও তাতে ২।১টা শক্ত কথা আছে, তবু মোট বিষয়টা সত্যাশ্রয়ীদের পক্ষে বুঝে নেওয়া শক্ত নয়, অভ্যাস করার প্রয়োজন কতখানি তা ঐটুকু পড়লেই বুঝতে পার্ব্বে। মুখে যদি অরুচি হয়, তবু রোগীকে খেতেই হয়, নতুবা তার শরীর বাঁচে না। কষ্ট ক'রে খেলেও পুষ্টি হয়ই। সাধন অভ্যাসও তেমনি জান্‌বে। ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, যথারীতি করা চাই, ফল হবেই। উপাসনায় যত বেশী অগ্রসর হবে, বুদ্ধি ও সহিষ্ণুতা ততই বৃদ্ধি পাবে। কোন শাস্ত্র না পড়লেও তা বুঝতে আর কষ্ট হবে না।

কথাও আমি অনেক বলেছি। তা কি কেউ মনে করে রাখতে পারে? যখন বুদ্ধি প্রশান্ত হবে, জ্ঞান প্রস্ফুটিত হবে, তখন অমন কত কথা তোমাদের মুখ থেকেই অনর্গল প্রকাশ হবে। মুল অভ্যাস করা চাই।

তোমাদের মনে যখন যে প্রশ্ন জাগে, আমাকে লিখবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমি অবসরমত উত্তর দেব। প্রত্যেককে আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানিও এবং সকলের কুশল লিখবে। জিতেনকে স্নেহাশীর্ব্বাদ দিও। স্নেহাশীর্ব্বাদক ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

১১সি, তেলিপাড়া লেন,
কলিকাতা—২৫-৬-৩৮

ওঁম্ সত্যম্

শুভাশীর্ব্বাদ,

স্নেহের মল্লিনা,

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হয়েছি। আমি কয়েকদিন যাবৎ নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় কাউকেই চিঠিপত্র দিতে পারিনি।

প্রশ্ন গুছিয়ে করার কোনই প্রয়োজন নাই। প্রাণে যে বিষয় জানবার জন্য আগ্রহ জাগে, তাই যে ভাবে হোক জিজ্ঞাসা করতে হয়, পূর্ব্বে যেমন করতে। অভ্যাস যতটুকু পার করবে, —একাকী যখন থাক শুধু ভাবতে চেষ্টা করবে, তুমি নিজেকে নিজে সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন, পূর্ণ। তোমার ইচ্ছাশক্তি দুর্নিবার। তোমার কোন অভাব সম্ভব নয়। তুমি নিত্য মুক্ত আত্মা ; যত বেশীবার মন একথায় আপত্তি জানাবে, তত বেশী করেই তুমি একথা ভাবতে চেষ্টা করবে। তাহলেই দেখবে ক্রমে সমস্ত দুর্ব্বলতা দূর হচ্ছে। বাড়ীর সকলকে ও জিতেনকে স্নেহাশীর্ব্বাদ দিও। সকল সত্যাশ্রয়ীদের কুশল জানাবে। স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহামন্দির,—২৪-১২-২৮

ওঁম্ স্বস্তি !

মা ! তোমার ১২।৮।৩৫ তারিখের পত্র যথাসময় পেয়েছিলাম। * * * তোমার শারীরিক অসুখের জন্য দিনকতক সাধন বিষয়ে একটু অসুবিধা হলেও কোন চিন্তার হেতু নাই। শরীরের দুর্ব্বলতা প্রথমত সাধন বিষয়ে একটু ব্যাঘাত ঘটায় বটে, শরীর সুস্থ হলেই পুনরায় তাহা দূর হয়। অতএব বিশেষ যত্ন করে শরীর রক্ষা করতে হয়। শরীর হচ্ছে যথার্থত ব্রহ্ম-মন্দির, বাইরের মন্দিরে নির্জীব দেবতা, আর দেহ-মন্দিরে দেবতা চৈতন্য স্বরূপ। কোন্ মন্দিরের পবিত্রতা আগে প্রয়োজন ? শরীর সুস্থ রাখার প্রচেষ্টা বিলাসিতা নয়—সত্যই প্রয়োজন। শব্দযোগের অনুভূতি শুধু মনযোগ সাপেক্ষ, যত গভীর ভাবে শব্দের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারবে, ততই স্পষ্টতর শব্দ শ্রুত হবে। অনুমান দ্বারা বা উপদেশ দ্বারা বোঝা উচিত নয়, স্বীয় চেষ্টা দ্বারা অনুভব করতে হয়। তবে দুর্ব্বল দেহে অধিক চেষ্টা ভাল নয়, মাথা ঘুরে যেতে পারে। এখন অধিক সময় তত্ত্ব আলোচনায় থাকবে, উপাসনায় যদি বেশী পরিশ্রম না করতে পার ক্ষতি নাই। সর্ব্বদাই তত্ত্ব চিন্তা করবে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

—নিজের চিত্তের ভাব সমূহ কোনটা বাসনাময়, কোনটা ক্রোধ, কোনটা হিংসা, কোনটা কাম ইত্যাদি বাছাই করে তাদের উপর শাসন কর্ব্বে। যত অধিক তত্ত্বালোচনা কর্ব্বে, ততই বেশী চিত্ত মার্জিত হবে। যত বেশী চিত্ত মার্জিত হবে, তত বেশী গভীর ভাবে ধ্যান পরিস্ফুট হবে। কথা কম কইবে, বেশী বাজে লোকের সঙ্গে বোকো না। আর আর ক্রমশঃ জানাব। শরীরের অবস্থা লিখবে ইতি—

আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ জানবে
তোমার পুত্র—কপিল

ছাতনা,—৬-৯-২৯

ওঁম্ স্বস্তি !

মা ! তোমার পত্রখানি পেলাম। তোমার বাসনাটী আমি যে না বুঝেছিলাম তা নয়—মা। কিন্তু তার এখনো সময় হয়নি। যেদিন সময় হবে, সেদিন তোমার বা আমার কাহারই ইচ্ছা প্রকাশের অবকাশ থাকবে না ; শরীর স্বয়ং অজ্ঞাতসারে সে কার্য নির্ব্বাহ কর্ব্বে। প্রবৃত্তি আর সংকল্প একই কথা। সংকল্প পূর্ব্বক কার্য্যের অন্তরালে যেমন প্রচ্ছন্ন স্বার্থবোধ বিদ্যমান থাকে, প্রবৃত্তির অন্তরালেও তেমনি একটা সুখলাভের বাসনা লুকান থাকে। সে বাসনার অবসানে দেহ এমন ভাবাপন্ন হয় যে কোন প্রকার দৈহিক উদ্যমের তিলমাত্র সঙ্কোচ বা প্রচেষ্টা থাকে না। তাহার নামই মহাভাব, এই ভাবের আদর্শ মা যশোদার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কৃষ্ণবাৎসল্য বা শ্রীরাধার প্রেম। আশাকরি তুমি তোমার মনকে আমার ইঙ্গিত অনুসারে গঠন কর্ত্তে সক্ষম হবে। নিজের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করাও অহং ভাবের কার্য্য ; যোগ্য বলাও যেমন অহংকার, অযোগ্য বলাও তেমনি অহংকার ; উভয়ই অভিমানের ২টী দিক্। অতএব যোগ্য অযোগ্য ভাবিবারও কোন হেতু নাই। কর্ত্তব্য শুধু, সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যাওয়া এবং যখন যে অবস্থা আসে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের সঙ্গে আত্মশক্তি আপনি প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। শক্তি প্রত্যেক মনুষ্যেই আছে, যে তার অনুশীলন করে সেই কৃতকার্য্যতা লাভ করে।

যে নিজে উদ্যম করে না, সে হিমাচলকে অবলম্বন স্বরূপে পেলেও উঠতে পারে না, যে উদ্যমি সে একটা যষ্ঠি অবলম্বনেও উঠতে পারে। অতএব নিজের চেষ্টাই উন্নতির প্রধান সহায়, গুরুশক্তি পথের আলোক মাত্র।

"সাধন-পন্থা" বইখানি পাঠান হচ্ছে না, আজ পর্য্যন্ত কেউ আসেনি। * * * বাড়ীর প্রত্যেককে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাবে ইতি—

আংপত্র সত্যর্ষি

তোমার পুত্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ছাত্‌না হইতে।

১৫-১-১৩৩৪।

ওঁম্‌ সতং পরং ধীমহি।

শ্রীমতী নির্ম্মলা !

সৎপুরুষের দয়ায় শান্তির অধিকারিণী হও।

আংপত্র স্বামী যোগজীবন

মা দেবহুতি !

তোমার আন্তরীক অভিমান কি স্বভাবসিদ্ধ, মাতৃস্নেহকেও ছাপিয়ে উঠলো ? এযে অসম্ভব কথা মা ! যে প্রবাহ বিশ্ব-জগতে হুর্নিবার, ক্ষুদ্র অভিমান মৈনাক যে তাতে ভেসে যাবে ! যদিও যায়নি, বোধ হচ্ছে। আমি হয়ত তোমার পুত্র হবার মত সামর্থ রাখি না। তুমি দেবহুতি—সন্দেহ নাই কিন্তু আমি যে আদি দর্শন শাস্ত্রের প্রথম গুরু কপিলের অনুসমানও হয়নি ! তাই তুমিও প্রথম জিজ্ঞাসু হওনি বোধহয় !

তবু আমিই তোমার দ্বারস্থ হলুম আজ—বল মা, কি তোমার জানবার আছে ? কোন বিষয়ে তুমি অত্যন্ত অভাব বোধ কর্চ্ছ ? কোন স্থানে তোমার বেদনা ?—কি তোমার জীবনের লক্ষ্য ? কোথায় তার বাধা ?—কেমন বোধ হচ্ছে তোমার সংসারটাকে ? সুখ নিকেতন কি বদ্ধ কারা ?

কে তোমার সমগ্র জীবনের আশ্রয় ? কাকে পেলে তুমি পূর্ণ প্রাপ্তির আনন্দ অনুভব কর্ব্বে বলে মনে করেছ ? দেহধারী মনুষ্য মধ্যে কোথায় তোমার আসক্তি এবং কি সে ভাব ? কোন পথ ধরে তুমি লক্ষ্যস্থলে চলতে চাও ? সংসারের সুখ দুঃখ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হাসি কান্নার মধ্য দিয়ে, কী নীরব স্থির শূন্যতার মধ্য দিয়ে ?

তুমি সরল প্রাণে যাহা জান্‌তে চাইবে, আমি তাই তোমাকে উপদেশ করবো। আত্মগোপন অনাবশ্যক। হৃদয়ের সমস্ত অন্তরাল উন্মুক্ত করে অগ্রসর হও, তোমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু মিলবে। একথা ধ্রুব সত্য। "তুমি প্রদানিলে পূজার অর্ঘ,— আমি বিলাইব স্বর্গসুধা"।

কি আর বেশী লিখবো ? এ যন্ত্র সর্ব্বদাই তাঁর হাতের বাঁধা সুরে সজ্জিত আছে, যে যেমন রাগিণীর আশায় আঘাত করবে, ঠিক তেমনটিই বাজবে। তাহার বেশী বাজবে না। এই যে নশ্বর দেহ দেখছো, এর মধ্যে তাঁর স্বহস্ত মাজ্জিত দর্পণ বসান আছে, যে যেমন ছবি বুকে ক'রে আসবে, তেমন প্রতি-বিম্বই দেখতে পাবে।

আমাকে প্রশংসা করো না, নিন্দা করো না আমি সে সকলের অংশ ভাগী নই। স্নেহ করো না, ঘৃণা করো না, সে সকল তোমাদেরই দেওয়া নেওয়া, আমার মধ্যে কিছুই নেই।

আমার গুণবর্ণন করো না, দোষ ধরো না, আমি চিরদিন সমানই রয়েছি, গুণযুক্ত বা দুষ্ট হই না। তোমাদের নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে দোষ গুণ দেখে থাক। আমার প্রতি অভিমান করো না। আমার ব্যবহারে দুঃখ পেয়ো না। আমাকে নিষ্ঠুর বা দয়াল ভেবো না। প্রেমিক বা হৃদয়হীন বুঝো না। তুমি যেমন চাইতে জান, দেখতে জান, পেতে চাও, আমি তাই গো তাই ইতি—

আংপত্র

তোমার পুত্র—কপিল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যায়তন মহামন্দির, ছাতনা

ওঁম্ সত্যম্

সদ্রূপের কৃপায় শান্তি হউক !

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র,

চারু মা ! তোমার পত্র পেয়েছি অতি অল্প সময়ের মধ্যে। তোমরা উপদেশের মর্ম্ম সম্যক অনুভব কর্ত্তে পারনি, তাই নানা প্রকার অসুবিধা হচ্ছে। শ্রীযুক্তা দেবহুতি মাতার নিকট বসে তত্ত্বালোচনা করো এবং যেরূপ উপদেশ আছে তদনুসারে ধ্যান-যোগ ও শব্দযোগ অভ্যাস করতে থাক ; কিছুদিন গেলেই আনন্দ অনুভব করতে পারবে। শব্দ যোগের প্রণালীতে কোন ভুল না হলে অবশ্যই শব্দ শ্রুত হবে। মাকে একবার দেখিয়ে নিও।

তবু যদি কোন প্রকার অসুবিধা থাকে, আমাকে লিখবে, আমি বিস্তৃত উপদেশ দিব। তোমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি কি অসুখ আছে লিখবে, আমি তদনুসারে ব্যবস্থা ক'রে দিব।

কোন মতেই হতাশ হবে না মা ! তোমার পার্থিব কর্ম্ম ফল যাহা জন্মান্তরের সঞ্চিত, তাহা প্রায় ক্ষয় হয়ে আসছে, ইহার পর সুখময় কাল আসবে, কোন চিন্তা করো না। দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সাধন করো। বাড়ীর সকলের কুশলসহ তোমার ও খুকীর কুশল লিখবে। আশীর্ব্বাদ ইতি—

যোগজীবন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রঘুনাথগঞ্জ,—২৮-১০-২৯

ওঁম্ সত্যম্—

মা, তোমাদের পত্র পেয়েছি। আমি ১০।১৫ দিন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকবো সুতরাং পত্র এর মধ্যে না দেওয়াই ভাল। সম্প্রতি আশ্রম পরিচালন কার্যে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে; তোমার পুত্র ভিক্ষু কিন্তু তার অভিমান সে অর্থ সংগ্রহ করবে না। সুতরাং একটু গোলমাল বেধেছে—তাই অবসরও আর নেই। জিজ্ঞাস্য বিষয়ের জন্য ২।৪ দিন অপেক্ষা করলে নিজে নিজেই উত্তর পাওয়া যায়—অন্তরে। তোমার আজকাল উপাসনা বেশী করবার প্রয়োজন নাই। সামান্য অভ্যাস করবে—নতুবা মাথা বেশী গরম হ'তে পারে। আলোচনা বেশী করতে পার। ইতি—

তোমার পুত্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামকৃষ্ণপুর আশ্রম,—১লা জুন।

সদ্‌গুরু কৃপায় শান্তি হউক !

মা, তোমার পত্র পেলাম। তোমার অসুখ জানতাম। দেহ-মন্দির নির্ম্মল ও সবল রাখা কর্ত্তব্য। অন্যসঙ্গে অরুচি, পার্থিব বিষয়ে বিস্মৃতি, উন্মনাভাব, অকারণে হর্ষ বা বিষাদের উৎপত্তি, চিত্তের অত্যন্ত কোমলতা এইগুলি উন্নত লক্ষণ। উহা সুখের বিষয়, দুঃখের বা রাগের কথা নয় মা। অভ্যাস ঠিকই হচ্ছে, কোন চিন্তা ক'রো না। শব্দ বহু প্রকার শুনা যাবে তন্মধ্যে সর্ব্বোপরি যে শব্দ আসে তাহাই শুনবে। বাম কর্ণে যাহা শুনা যায় সে দিকে লক্ষ্য করবে না। দক্ষিণ কর্ণে যাহা শোনা যাবে, তখন মাত্র সেই শব্দকেই লক্ষ্য করবে। মন নেমে না এলে, শব্দ নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই শুনতে পাবে।

প্রথম অবস্থায় শব্দে একটু গণ্ডগোল হয়. কিছুদিন পরে আপনিই সমস্ত ঠিক হ'য়ে যাবে। শব্দযোগের সময় যাহাই দর্শন হোক, সে দিক লক্ষ্য করবে না। কেবলমাত্র ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে নজর করবে।

গুরুস্বরূপের দর্শন, বিনা চেষ্টায়ই কালক্রমে ঘটে যাবে। দিন দিন ধ্যানদ্বারা চিত্তে যখন অনুরাগ দৃঢ় হ'য়ে যাবে তখনই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধ্যানে আপনি মূর্ত্তির উদয় হবে। যে পর্যন্ত না সেটুকু অগ্রসর হচ্ছে, সে পর্যন্ত যে ভাবে ধ্যান করছো সেই ভাবেই করবে। যখন শব্দে মন বসে তখন শব্দই শুনবে—যখন ধ্যানে মন বসে তখন ধ্যান করবে। যখন যে প্রশ্ন মনে জাগে বইতে নোট করে রাখবে শেষে একসঙ্গে পত্রে জানাবে। যখন মেশবার দিন আসবে, তখনই মিশতে পাবে। সেজন্য আগ্রহ আবশ্যক নাই। শরীর সবল করবার জন্য আহার ও বিশ্রাম যথারীতি প্রয়োজন, ইহাতে আলস্য করো না। নিত্যকর্ম্ম পাঠাব। অবসর হয় না লিখবার। যা হোক লিখে পাঠাব। "সাধন-পন্থা" ছাপা হয়ে গেলে, তাতেও সমস্তই আছে। প্রত্যেককে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাবে ইতি—

পুত্র—কপিল।

বীরভূম,—৩০শে বৈশাখ,
১৩৩৪ সাল

ওঁম্ সত্যং পরং ধীমহি।

"পরম পুরুষ দয়াল দেশ হতে তোমার হৃদয়ের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী গ্রহণ করবেন। তুমি শান্তি লাভ কর!"

যোগজীবন স্বামী

মা! তুমি পত্রে মাতৃ হৃদয়ের একটা সুন্দর ছবি আমার কাছে পাঠিয়েছ, আমি খুব শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দেখলাম সে ফটোখানি। বড় মধুর—সুন্দর ও পবিত্র। ঠিক মায়ের হৃদয় বটে। আমি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সংসারে ত্রিমাতৃক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, এক বালিকা মাতা, দ্বিতীয়া যুবতী মাতা, তৃতীয়া প্রৌঢ়া মাতা। কন্যারূপে বালিকা মাতারা পিতৃ স্নেহ পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে সম্মুখীনা হয়েন,—তরুণী মাতারা নিয়ে আসেন যত্ন, তাদের মধ্যেও দেখতে পাই পিতৃ-স্নেহ। তারা তাকে বাৎসল্যের আবরণে একটু মধুর রূপে এনেছেন। এ সেবার মধ্যে একটা অমনোযোগ কিন্তু আমরা দেখতে পাই। প্রৌঢ়া মাতাদের হৃদয়ে বাৎসল্য পরিপূর্ণ, সেবার মধ্যে পূর্ণতা খুবই কিন্তু ব্যাকুলতা বড় বেশী নাই। মা আমার নিত্য এই ত্রিমূর্ত্তিতে লীলা করেন (শাক্ত অবস্থা)। দেবহুতি মা আমার ? কন্যা যতদিন অপ্রাপ্তবয়স্কা থাকেন ততদিন "মা-বাবা" ভিন্ন অন্য কেহইতো তার আশ্রয় থাকে না হৃদয়ের সমস্ত রস ঐ ভাবকে আশ্রয় করে থাকে। পরিণত বয়সে যখন "বুদ্ধি"রূপ অন্তরস্থ দর্পণে আত্ম প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখতে পায় তখন "অহং" বোধ পরিস্ফুট হোয়ে, নিজকে বিস্তৃত করবার অর্থাৎ "বহু হবার জন্য বাসনা জন্মে।" এই বাসনার নামই সৃষ্টি ইচ্ছা। এই সৃষ্টি ইচ্ছা বীজরূপে দেহে পরিপক্ক হলেই তাহাকে যৌবন বলে। যৌবন কালে বিপরীতমুখী সংঘাত দ্বারা নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, চূর্ণ করে দিয়ে যে আনন্দ হয়, একমুখী-পুরাতন গতিতে সে আনন্দ পাওয়া যায় না। হেতু, তার সৃষ্টি ইচ্ছা (বৈষ্ণবাবস্থা)। তখন চায় সেই বিপরীত সংঘাত। পিতৃভাবে তখন হৃদয় পূর্ণ হয় না—মধুর ভাব—কান্তাভাব তখন চিত্তে পরিস্ফুট হয়। স্বামী ভিন্ন তখন অন্য কেহ হৃদয়কে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হয় না। তখন যে পূর্ব্ব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পিতৃ মাতৃ সেবা তাহা রূপান্তরিত হয়ে যায়। (ব্রহ্মজ্ঞান) আবার যখন সন্তান সন্ততি পূর্ণ সংসারের কর্ত্রী হয়েন প্রৌঢ়া জননী, তখন স্বভাবতই তাতে বাৎসল্য ভাব পরিস্ফুট দেখা যায়, মন্দীভুত হয় চাঞ্চল্য। মন তখন স্বতই সুখত্যাগী ও পরার্থ পরায়ণ হয়ে ওঠে। বেশ একটা সমান স্নেহ, পিতা পুত্র স্বামীকে যেন তিনি বণ্টন করে দিতে পারেন। যে যেমন পাত্র তার প্রতি প্রায় সমান ব্যবহার করা তার পক্ষে যেন স্বতই সহজ হয়ে যায়।

(তুরীয় ভাব)—শেষে এমন একটা অবস্থা আসে যখন চিত্ত সমস্ত ভাব শূন্য এক শুধু আনন্দ রূপে পূর্ণ থাকে। সেখানে পতি পুত্র পিতা সকলেরই এক আসন। তখন কাহারও জন্য থাকে না পৃথক আয়োজন। যিনি যে ভাব নিয়ে আসেন ঠিক তেমনটী পেতে থাকেন প্রতিদানে।

মা দেবহুতি! আজও তোমার দ্বিতীয়াবস্থা, তাই তোমার কপিলকে পেয়েও তুমি জিজ্ঞাসা করছ "কি যেন অপূর্ণ? কি যেন পাচ্ছি না"? ইহা তোমার দোষ বা নূতন অবস্থা নহে মা! জীব মাত্রেরই ঐ অবস্থা হয়। যে অবস্থায় চিত্তের যেরূপ সেবা প্রয়োজন তদনুকূলে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি ভাবে সেবা প্রবৃত্তি চিত্তে জাগরিত হবেই। তাহার চরিতার্থতা না হলেই অর্থাৎ যোগ্য সেবা প্রণালীতে না চললেই চিত্ত উত্যক্ত হয় ও অপূর্ণতা বোধহয়। তরুণী যেমন কিছুতেই বালিকার মত শুধু মাতৃ পিতৃ অঙ্কে সর্ব্বদা থাকতে পারে না, স্বামীর অঙ্ক প্রয়োজন হয় এও ঠিক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তদ্রূপ। তবে বহির্জগতে যেমন উহা দৈহিক ব্যাপার মাত্র, অন্তর্জগতে উহা মনোময়। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিতা তুমি। মা তৃপ্তি দিয়াছেন ততদিন, যতদিন তুমি বালিকা ছিলে। বয়প্রাপ্তা হয়েছ, চিত্ত জ্ঞান পিপাসু হয়েছে তাই আর শুধু মাতৃনাম সাধনে চিত্তের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হচ্ছে না।

মা! চিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক কল্পিত সেবাভাব আরোপ ক'রো না। ধ্যেয় বিষয় ধ্যান করবে। স্থির অচঞ্চল ভাবে শুধু তাহাই দর্শন করতে থাকবে। দেখতে দেখতে যেরূপ সেবাভাব চিত্তে উদিত হয়, তাহাই সহজ সাধন! তাহাই স্বভাব গতি। এক বদ্ধ ভাবের মধ্যে চিত্তকে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করান নির্দ্দোষ সাধন নহে। মাত্র ধ্যেয় পদার্থ হতে উদ্ভূত না হলেই হলো। ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হবে। নতুবা সে তিক্ত হয়ে বহির্ম্মুখীন হয়ে যাবে! বিষয়ান্তর খুঁজে বেড়াবেই। কিন্তু মাত্র একটী পাত্রে সকল ভাব আরোপ করতে হবে। যখন যাহা প্রয়োজন। সেই পাত্রটী মুক্ত ও নির্দ্দোষ হওয়া চাই যাহা হবে তোমার ধ্যেয়। সুতরাং তাহা একমাত্র সত্যসনাতন ভিন্ন আর কিছুই হতে পারে না। এই সত্য অনির্ব্বচনীয় সুতরাং তাহাকে নিরাকার বলা হয়েছে। কিন্তু ইহাই মূর্ত্ত হয়েছে গুরু স্বরূপে। যেহেতু সেই সত্য পুরুষ "আবিঃ" অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। স্থূল জগতে গুরু স্বরূপই নিত্য মুক্ত। কেন না তাতে পারিবারিক বা রক্তজ বা কোন গ্রাম্য সম্বন্ধের বাধা বন্ধন নাই। সে কেহই নহে অথচ সকলই হতে পারেন। "আত্মা বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করতে হয়, পরে মনন ও নিদিধ্যাসন" অর্থাৎ অভ্যাস করতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়। ইহাই গুরুর উপদেশ। স্বপ্রকাশ সত্যস্বরূপ অনন্ত আত্মাকে স্থূল চক্ষুতে দর্শন সম্ভব হয় না যতক্ষণ না তিনি গুরু-রূপে প্রকাশিত হন। "সুতরাং যখন চিত্ত যথার্থত শান্তি কামনায় সত্য সন্ধানে ছুটে যায়, তখন যে চিত্তে আর্ত্তি বা ব্যাকুলতা জন্মে, তাহাই সাধনমার্গে অগ্রসর হবার প্রধান সহায় হয়। এই ব্যাকুলতা প্রবল হলে সৎগুরু মনুষ্য মূর্ত্তিতে সম্মুখীন হন। চিত্ত সে পূরুষকে দর্শন করলে তৃপ্ত হয় ; তাঁহার সেবার জন্য দেহ মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। চিত্ত জ্ঞানোপদেশের জন্য চঞ্চল হয় এবং স্বভাবতই তাঁহার চরণতলে তৃণের মত দীনভাবে সমস্ত দম্ভ লুটিয়ে পড়ে। তাঁহার পাদপদ্মে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করতে প্রবল ইচ্ছা হয়। যেখানে সত্য প্রেম তথায় এই নিয়মেই কার্য হয়। ইহাই সত্য।"

অপর কৃত্রিম গুরু করণের যে প্রথা তাহা ভাক্ত ভাব। উহাতে সত্যের লেশমাত্রও বিদ্যমান নাই। সহস্র চেষ্টা দ্বারাও কৃত্রিম ভাব সজীবতা প্রাপ্ত হয় না। তুমি সংসারের মধ্যে থেকে নীরব কর্ম্ম খুঁজছো। এই নীরব আত্ম সমর্পণ! এই নীরব ধ্যানের ছবিকে নীরব সেবা প্রদান করা, নীরবে জ্ঞানোপ-দেশ শ্রবণ করা অপেক্ষা আর কি নীরব কার্য্য থাকতে পারে কল্যাণি!—তুমি যদি তোমার স্থূলচক্ষে এমন পুরুষ দর্শন করে থাক, যেখানে বিনা চেষ্টায় তোমার চিত্ত সর্ব্বতোমুখী আগ্রহ নিয়ে ছুটেছে—যেখানে তোমার প্রাণের সন্দেহ পূর্ণরূপে দূর হবে বলে বিশ্বাস জন্মেছে, যাহার চিন্তা স্বতই তোমার চিত্তে বিনা চেষ্টায় উদিত হয়, অথচ সে তোমার কেউ ছিলেন না,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিছু হয়েন নাই, কিছু হবেন বলে ভাবতে পারা যায় না ; যদি সরল সহজ গতিতে চিত্ত এমন আকৃষ্ট হ'য়ে থাকে কোন দিকে, তবে তাঁকেই তুমি যেমন দেখেছ তেমন সত্যরূপে দর্শন করতে থাক। তাঁহা হ'তে বাণী শ্রবণ কর এবং তাহাই বিচার পূর্ব্বক স্মরণে রাখতে চেষ্টা কর তবেই সে বাণী অনুসারে কর্ম্ম করা তোমার স্বভাব সিদ্ধ অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। ইহার নামই সাধনা।

তুমি আজ যাঁহাকে গুরু বলে সম্বোধন করেছ, তাঁকে যদি তুমি পূর্ব্ব কথিত রূপে সত্য বলে বুঝে থাক ! তৎস্বরূপ ধ্যানে প্রবৃত্ত হও। ইহাই তোমার কর্ত্তব্য এবং জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। অর্থাৎ যেখানে তোমার ঐরূপ অকৃত্রিম নির্ভরতা আসে সেইখানেই আত্ম সমর্পণ করবে। কিরূপে বুঝবে ভদ্রে ! সেই অকৃত্রিমতা ? না জগতে সকল বিষয় অপেক্ষা যাঁহার চিন্তা চিত্তাকর্ষক, অথচ তথায় কোনরূপ বৈষয়িক স্বার্থ সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই—এমন যে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সেই তোমার গুরু।

আপাতত কিছুদিন যত বেশীক্ষণ সম্ভব (ইহার কালাকাল নাই) তাঁহারই ধ্যান করবে ; এবং সাক্ষাৎ না পেলে, পত্রাদি দ্বারা সন্দেহ সমুহের মীমাংসা করে নেবে। তাঁহার বাণীই হবে তোমার মুক্তি ও শান্তির একমাত্র পথ। আদেশ অনুসারে অভ্যাস করা, দৃঢ়তা ও শ্রদ্ধা সহকারে নিয়ম পালন করা এবং সমস্ত দেহ মন ভাব দ্বারা তাঁহার সেবা করাই উপাসনা। ইহাতেই বন্ধন মুক্তি ও আনন্দলোক প্রাপ্তি হয় ওঁমিতি—

"কপিল"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ছাতনা,—২৩-৯-৩৫

ওঁম্ শুভমস্তু,

মা, পতিতপাবনের শরীর ভাল ছিল না, তাই যেতে পারেনি, এর কাছে টাকা দিও। ২০০৲ টাকা হলেই ঠিক হ'ত। যাহোক যতদূর কর্ত্তে পেরেছ তাতেই অনেকটা উপকার হবে বটে। আমার বিশ্বাস যে জ্ঞান বাবুর মত শুভেচ্ছা সম্পন্ন উদার ব্যক্তির সহানুভূতি বিদ্যাপীঠ ও আশ্রমের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হবে অতএব তাঁর সাহচর্য্য আমরা আশা করি। ওঁমিতি—

পুত্র—যোগজীবনানন্দ

ছাতনা·সত্যায়তন
১১ই আষাঢ় ১৩৩৪

ওঁম্ সতং শিবং সুন্দরং—

সদ্রূপের কৃপায় তোমার উচ্চগতি হউক !

মা ! অদ্য এইমাত্র তোমার পত্র পেলুম। আমি হাতে কলম নিয়েই ছিলাম, তোমার কথানুসারে অবিলম্বেই লিখলাম। আমি যদি তোমায় ব্যাকুলতার বেদনা দিয়ে থাকি, তুমি বকুনি দিয়ে তার সুদ তুলেছ। আর সে বিষয়ে দেনা পাওনা নেই। এবারে খুব তৎপর হয়েছি, তীব্র মায়ের শাসন ! তাই আর ব্যাকুলতার কথা যদি বল, সেটা হওয়া আমি মন্দ বলি না—ঐ ব্যাকুলতার জন্যই লোক কত সাধনা করে পায় না। তারা জানেন "ব্যাকুল হওয়ার মত হতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়''। তোমার ব্যাকুলতা স্থায়ী হউক, দীর্ঘ হউক, মর্ম্মস্পর্শী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হউক! চিত্ত পাগল করা অদম্য প্রবাহে তোমার হৃদয়ে ব্যাকুলতার বন্যা আসুক! ইহাই আমার ইচ্ছা। তারপর "নির্ভরতা" "আত্ম-সমর্পণ"! এই দুটী কথাও তোমার মুখ থেকে যেমন সহজে বেরিয়ে এসেছে, যেমন অনায়াসে লিখে ফেলেছ—তেমনি অনায়াসে হৃদয়ে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হউক! তেমনি বিশ্বভোলা সমর্পণের সন্তুষ্টী তোমার বিচার বুদ্ধি ও অভিমানকে ঢেকে ফেলুক! এইটি আমার আশীর্ব্বাদ। বড় সমস্যা—মাতার প্রতি পুত্রের আশীর্ব্বাদ!

"যেমন চালান তেমনি চলি" কথাটা বড় সুন্দর। ভাবটা ততোধিক সুন্দর যখন এর মর্ম্মটী হৃদয়ঙ্গম হয়, নতুবা বড় শক্ত ব্যথা দেয় ঐ কথাটীতে। ভেবে দেখ মা—যখন বড় ক্ষোভ আসে চিত্তে যখন পার্থীব আকাঙ্ক্ষায় মন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তখন এ ভাবটা কেমন বদল হয়ে যায়। আবার সুখের উন্মাদনায়ও ঠিক উলটো রকম বুঝিয়ে দেয়। ঐ কথাটী নির্ভরতার খুব চমৎকার ব্যাখ্যা বটে। কিন্তু এই ভূমণ্ডল যে অবিদ্যা দেশ মা! এদেশে তিনিও মায়ার অধীন—যিনি তোমার অন্তরে থেকে তোমাকে চালান। শুধু মায়া নয় মলিন মায়া। এই বুদ্ধির মধ্যে বিস্তর ভ্রান্তি থাকে যে চালায়। জোনাকী পোকা অগ্নির মত দেখ্তে, কিন্তু সেটা আগুণ নয়। যেটা নির্ভরতার মত বোধহয় সেটাও তেমনি ঠিক নির্ভরতা হয় না। তোমার ভিতর আমি আছি। নতুবা তুমি আমাকে মনেই কর্ত্তে পার্ত্তে না—কিন্তু সে "আমি" তোমার চিত্তে থেকে তোমার ভাবাধীন; তাই তাঁকে পত্র লিখলে তোমার চলে না; উত্তর সে দেয় না। সে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শুধু প্রশ্নই করে—উত্তর পেতে হলে তোমার ভাবমুক্ত যে "আমি" ছাত্‌নায় আছি তাকেই জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হয়। তেমনি তোমার ভিতর থেকে যিনি তোমায় চালাচ্ছেন তিনি তোমার ভাবাধীন—তার স্বাধীন উত্তর পেতে হলে তোমার ভাবমুক্ত "তাঁকে" জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হবে তিনি যেমন চালাবেন তেমনটীই ঠিক চলার মত চলা হবে। তোমার ভিতর জ্ঞানশক্তি আছেতো মা! তবু পুত্রের কাছে জ্ঞানোপদেশ ভিখারিণী কেন? না—তোমার জ্ঞান তোমার অসিদ্ধ দেহস্থ অজ্ঞান। সে মুক্তজ্ঞান নহে,—যেখানে তুমি মুক্তজ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করেছ সেই-খানে জিজ্ঞাসু হয়েছ। তাহলে এটা বুঝা যায় যে "যেমন চালান তেমন চলি" কথাটা সবাই বলতে পারে কিন্তু সে পরি-চালনাটা নিত্য বা সত্য নহে। অবিদ্যাযুক্ত ও মিথ্যা। অবিদ্যা-যুক্ত সত্যজ্ঞানের পরিচালনাই গ্রাহ্য।

চোর যদি বলে যেমন চালান তেমনি চলি। সেটা ঠিক হয় কি? ঐ জন্যই বলা হয়েছে যে "মুক্ত সুরতের সঙ্গ ছাড়া পবিত্রতা আসে না। বুঝলে তো মা? কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করে যাওয়া খুব উত্তম। তাতে কর্ম্মসঙ্গ জনিত আসক্তি আসে না। তাঁহাকে যদি বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত বুঝেছ, যিনি একমাত্র স্বামী তাঁকে যখন যেরূপে তিনি প্রকাশ হন তেমন রূপে দেখতে শিখে থাক, তবে জীব গুলিকেও তাঁর চেয়ে স্বতন্ত্র করে দেখাটা ভুলে যাও। নতুবা জীব আর তিনি এক সময়ে চিত্তে এসে একটা গণ্ডগোল ঘটাবে। কিন্তু সে ভাবে ভাবতে পারা প্রথমটা একটু কষ্ট হবে। মা! যে পর্যন্ত "ত্বং" "অহং" অর্থাৎ তুমি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ও আমি, জীব ও ঈশ্বর, স্বামী ও স্ত্রী, প্রভু ও ভৃত্য ইত্যাদি দ্বৈত বিদ্যমান থাকে, চিত্ত সে পর্যন্ত বিশ্বময় তাঁহারই বিকাশ, সবরূপই তিনি এভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। উহা যে অনুভব করছে, তাহা উচ্চবাক্য শ্রবণ ও তজ্জনিত সংস্কার মাত্র। উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যখন প্রতিফলিত হবে তখন দেখবে বা বুঝবে তাতে আর আজকার ভাবে কত প্রভেদ।

অবশ্য ওরূপ জ্ঞান হোক এভাব থাকা পবিত্রতা লাভের উপায় বটে। "সৃষ্টির ধারা ও বাচক জ্ঞানীদের মতবাদ" পড়ে দেখো।

তোমার কপিল যদি তোমার ধ্যানের দেবতা হয়ে থাকেন তাঁহাতে যে ভাব আরোপ করে তুমি তৃপ্ত হও, তাই ক'রো সাকার নিরাকার ভেবো না। ও দুটী কথার কোন অর্থ নাই। ধ্যান নিরবচ্ছিন্ন হলে এর মর্ম্ম বুঝতে পারবে। বাক্যদ্বারা পূর্ব্বেই সংস্কার গেঁথে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু ধারণা রেখো "তুমি প্রদানিলে পূজার অর্ঘ, আমি ফিরে দিব স্বর্গ সুধা"। জগতে এই ভাবেই আদান প্রদানের বিধি চলে আসছে। যে ভাব তুমি পোষণ করবে, উচ্চ কি নীচ তেমন প্রতিদান আসবে, শুভ ও অশুভ।

মা, তোমার দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠার মালিক তুমি। তাঁর গঠন তোমার হাতে—তাঁর সেবা তোমার প্রবৃত্তি—তাঁর আশী-র্ব্বাদ—তোমার শুভ ইচ্ছা সমূহ, তাঁর অভিসম্পাত, মনো-মালিন্য। তুমি তাঁকে যত বড় করে দেখবে সে তোমায় তত শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান কর্ব্বে। বেশী আর কি বলবো?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আবার তুমিই তাঁর আবাহন ও বিসর্জনের কর্ত্তা। যেমন তোমার মন চায় তেমন করে গড়ে নিও। তবে আমার অনুরোধ রেখো পাগলী মা! বড় কথা শুনে শুনে যা শিখেছ তা সব প্রাণের সঙ্গে মিল ক'রে বুঝে নিও সত্যি কি না? যেটা ঠিক মিলবে না, সেটা এখন হৃদয়ের জিনিস বলে বিশ্বাস ক'রো না। এখন একে নিষ্ঠা রাখ তা হতেই বিশ্বপ্রেম উদয় হবে। স্বামী পুত্রে, ভাই বোনে বিবাদ বাধিয়ে দিয়ে সংসারটায় অশান্তি এনো না।—বুঝেছ ??

"বিশেষ উপদেশ" শব্দের অর্থ যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক অভ্যাসীর জন্য যে যে পৃথক পৃথক উপদেশ প্রয়োজন হয়, তাই। তোমাদের প্রশ্নানুসারে তা তো আমি দিয়ে থাকি।

সাধন প্রণালী দেখিয়ে দেবার জিনিষ। প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার ভিন্ন তা বুঝাবার উপায় নাই। সেই সাধন প্রণালীই—"শব্দ-সুরত যোগ।" তা অনুকরণ করে করলে পণ্ডশ্রম হবে যেহেতু শরীর মন হিসাবে উহার পার্থক্য আছে। এই জন্যই ওই মার্গে সকল অভ্যাসীরই দীক্ষা প্রণালী একরূপ হয় না।

শব্দযোগ সম্প্রতি তোমার করার প্রয়োজন নেই। আর তার জন্য ব্যস্ততা রেখো না। আমি যথাকালে তোমাকে জানাব। তুমি সম্প্রতি ধ্যানযোগে চিত্তকে স্থির দৃঢ় করে লও। শব্দযোগ সাধন তখন অত্যন্ত সহজ হবে। পত্রদ্বারা সে উপদেশ দেওয়াও অসম্ভব।

ধ্যান প্রারম্ভে আসনে উপবিষ্ট হয়ে নাম স্মরণ করবে। নাম স্মরণ করবার প্রণালী—প্রতিবার নিশ্বাস গ্রহণ করে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নাসিকার শেষভাগে (চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলের) সোজা ভ্রূমধ্যে চক্ষুর দৃষ্টি রেখে সেই নাম যথা "ওঁম্ সৎগুরু" মনে মনে স্মরণ করবে। ততক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ থাকবে। পুনরায় নিশ্বাস ত্যাগ করে সমস্ত বায়ু বহির্গত হলে একবার নাম স্মরণ করবে। নাম স্মরণ কাল পর্যন্ত নিশ্বাস গ্রহণ করবে না। আবার পূর্ব্ববৎ নিশ্বাস গ্রহণ করে, একবার নাম স্মরণ কাল পর্যন্ত নিশ্বাস বন্ধ রাখবে।

সাধন-পন্থায় চিত্রে যে স্থানে × (ঢেরা) চিহ্ন আছে ভ্রূমধ্যে ঐস্থানে প্রথমত স্মরণ মনন করবে। তৎপর দৃষ্টি স্বতই উর্দ্ধগ হবে। তজ্জন্য চেষ্টার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এখন তার আবশ্যক নাই। এইরূপ যতক্ষণ করবার সুবিধা হয় করবে। তৎপর দৃশ্য মূর্ত্তি সম্পুর্ণরূপ উক্তস্থানে স্মরণ করবে। তখন নাম স্মরণের চেষ্টার প্রয়োজন নাই। উভয় পৃথক পৃথক ভাবে অভ্যাস করবে। ক্রমশ উহা অভ্যস্ত হলে যে কোন একটী আরম্ভ করলেই উভয় এককালীন আপনা আপনি হতে থাকবে। ধ্যান কালে চিত্রবৎ স্মরণ করো না, জীবন্ত ভাব স্মরণ করতে চেষ্টা করো। চক্ষু বুজে অভ্যাস করা ভাল। তৎপর স্তুতি প্রভৃতি পাঠ করবে। রাত্র, প্রভাত, সন্ধ্যা এই তিনবার অভ্যাস করতে পারলে ভাল হয়। যদি বুঝতে না পেরে থাক লিখবে। এবং আর যা যা জিজ্ঞাস্য থাকে লিখতে সংকুচিতা হয়ো না। পরে পরে সমস্তই উপদেশ করা হবে। হতাশ হবার প্রয়োজন নাই।

পত্র পেতে যদি বিলম্বও হয় তবু রাগ করে যেন সকলকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খেতে দেওয়া বন্ধ করো না। মায়েরা সব আহার না দিলে পুত্র কি খেতে পায় মা ?

ওখানে একটু ঈর্ষার ভাব চলছে। যাতে ঐ সকল ভাব থেমে যায় সে বিষয়ে যেন লক্ষ্য থাকে। সরযু প্রভৃতিকে আশীর্ব্বাদ জানিও। শীঘ্রই তার পত্রের উত্তর দিচ্ছি। অন্যান্য সমস্ত বিষয় "তত্ত্বপ্রকাশ" নামক প্রবন্ধে লিখিত হয়েছে, তা পরে পাঠাব। আমার পত্র বিলম্বে পেলেও তোমরা পত্র দিও। আনন্দ পেতে হলে অভ্যাস প্রয়োজন। কিন্তু হৃদয়ে প্রেম শুদ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে অভ্যাস স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়, তখন আর বিশেষ অভ্যাস না করলেও চলে। নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হও। সন্দেহ দূর হবে।

পত্রের বাক্যকে তিরস্কার ভাবিও না। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যে ভাবেই ডাকা হোক সে ভাব আর এ ভাবে অনেক প্রভেদ মা। পরে আরও প্রভেদ বুঝতে পারবে ইতি—

তোমার পুত্র—কপিল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যায়তন, ছাতনা,—২৩শে আষাঢ় ।

সৎপুরুষের কৃপায় পূর্ণতা লব্ধ হোক !

মা দেবহুতি ! তোমার ১৭ই আষাঢ় তারিখের পত্র গত-কল্য আশ্রমে এসে পেয়েছি । সাধন বিষয়ে যাহা যাহা লিখেছ তাহা ঠিকই হচ্ছে । অন্তর্দৃষ্টি ঠিক যাকে বলে, তা এখনও হয়নি তবে চিত্ত অন্তর্মুখিন হচ্ছে বটে । যখন চিত্ত অন্তর্মুখিন হ'য়ে স্থির হবে তখন দৃষ্টি বিকশিত হবে । চিত্ত অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হ'লে নির্ম্মল শান্ত শ্বেত বর্ণের জ্যোতি প্রায় সর্ব্বদাই লক্ষ্য হবে । সেই জ্যোতির মধ্যকেন্দ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলেই অন্তর লক্ষ্য হবে এবং স্থির ধ্যান আসবে । তখন বাইরে সমাধির অবস্থা আসবে । সেজন্য ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই, মা । অভ্যাস যেমন করছো তেমনি করতে থাক—তাড়াতাড়ি করবার কোন হেতু নাই । তাতে বরং ফল খারাপ হয় । তুমি কোন চিন্তা করো না মা ! ফুলের দিনে ফুল আপনি ফুটবে তখন গন্ধে চিত্তই আনন্দিত হবে—বলে দিতে হবে না যে ফুল ফুটেছে । গীতায় যে তত্ত্ব অতিগুহ্য বলে লিখিত হয়েছে সে সাধন তোমরা পেয়েছ । তার ইঙ্গিত "শ্রুতিবিপ্রতিপন্নাতে যদাস্থাস্যতি নিশ্চলা" ইত্যাদি শ্লোক আছে । সত্য-পন্থায় এই শ্লোকের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুবাদ দেখো। প্রায় শাস্ত্রেই অনাহত শব্দ বিষয় লেখা হয়েছে কিন্তু কি প্রণালীতে তা শুনতে হয়, তার স্তর কত? ইত্যাদি তত্ত্ব কোন শাস্ত্রেই লিপিবদ্ধ নাই। তা পূর্ব্বকাল হ'তে কেবল মাত্র সদ্‌গুরুর নিকট হতে প্রত্যক্ষ উপদেশ পরম্পরায় উচ্চ অভ্যাসীগণ প্রাপ্ত হতেন। তজ্জন্য একে গুহ্যতম বিদ্যা বলা হ'ত। কিন্তু আছে মা—এই সত্য-সাধনের প্রথমস্তর। অন্যান্য সাধনার শেষস্তর হতে উচ্চ হলেও, সত্য সাধনার অন্যান্য তত্ত্ব গুহ্য আছে; তা যথাকালে জানতে পারবে। সেজন্য চঞ্চল হলেও যতক্ষণ না সেরূপ অধিকার জন্মাচ্ছে ততক্ষণ তা উপলব্ধি করবার উপায় নাই। তা বাক্যদ্বারা বুঝান বা প্রকাশ করা যায় না। তোমার মাতৃদেবীর সত্য সাধনের জন্য যে শুভেচ্ছার উদয় হয়েছে তা সদ্রূপের কৃপাই বুঝতে হবে। তাঁহার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোক, তিনি আগ্রহশীলা হলে, তাঁহাকে ধ্যান করতে বলবে ধ্যানে চিত্ত মগ্ন হলে তিনি তদবস্থায়ই সাধনোপদেশ পাবেন। আমার সহিত শরীরগত সাক্ষাৎ না হলেও চলবে। শ্রীমতী হেমলতার সৎসঙ্গে মিশতে নানা প্রকার অসুবিধা হয় তবু তাকে তজ্জন্য দুঃখিতা হতে নিষেধ করবে। তার চিত্তে অবশ্যই অতি শীঘ্র সৎসঙ্গ জনিত আনন্দের অনুভূতি প্রকাশ হবে যদি সে উপদেশ মত কার্য করে।

খুলনা কাটিপাড়া কতদিন বেশ কেটেছে। সেস্থানের মহিলারা একটী স্থায়ী সৎসঙ্গ গঠন করেছে এবং প্রত্যেক শনিবারে একএক বাড়ীতে বৈঠক হয় তাতে সদালোচনা ও গ্রন্থাদি পাঠ হয়। সেখানে শতাধিক মহিলা সত্য-সাধন গ্রহণ করেছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুরুষদের সৎসঙ্গ পৃথক, তার অধিবেশন হয় রবিবারে আশ্রম-গৃহে। সেস্থানে একটী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তোমার অবগতির জন্য লিখলাম। ধ্যানে শ্বেতজ্যোতি-মধ্যস্থ শ্বেতবর্ণের নিজ প্রতিবিম্ব আত্মদর্শনের পূর্ব্বাভাস গুরু ও নিজের অভেদাত্মক দর্শন। দেহগত পার্থক্যও যে মিথ্যা তার সাক্ষ্যদেয় ঐ প্রতিবিম্ব। শুধু দেখতে থাক। চমকিত হবার কিছুই নাই। সাধন মার্গের রহস্য অসীম।

আমার সময় যতই মূল্যবান হোক তাহা বিক্রিত হয় তোমার পত্রের মত সস্তাদরে। সুতরাং অত বিবেচনা করতে হবে না তোমার। জিজ্ঞাস্য বিষয় অসঙ্কোচে লিখবে। এই জ্বালাতন সইবার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি মা! এই আমার অভ্যর্থনা ও পূজা। এই আমার কর্ত্তব্য। এই কার্যের জন্যই আমার অনবসর। সমগ্র অনুষ্ঠানই এরজন্য,—আমার অন্য কোন বৈষয়িক কর্ত্তব্য আছে কি মা? ওঁমিতি—

আঃপত্র

তোমার পুত্র—কপিল

সত্যায়তন-মহামন্দির

২রা আষাঢ়, ১৩৩৮

ওঁম শুভাশীর্ব্বাদ—

মা! তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে পারিনি ব'লে ক্ষোভ রেখো না। আমি মনে করেছি কলকাতায় আমাদের একটী মহিলা প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। প্রায় ১০।১২টী মেয়ে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
জুটেছে, তাদের ব্যবস্থা কর্ত্তে হবেই। তার উপর জগৎকে তোমাদেরও কিছু দেওয়ার আছে, শুধু স্বজন সেবাই কর্ত্তব্যের শেষ নয়। তার উপর আরও আছে, অর্থদান অপেক্ষা বিদ্যাদানই বেশী শ্রেষ্ঠ। কলকাতার মহিলারা (সত্যাশ্রয়ী), সুশীলাসুন্দরীও কিছু সাহায্য কর্ব্বেন। তবে তাঁর বর্ত্তমান স্বচ্ছলতা নাই। নতুবা অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হতো না। আমরা এই মহিলা প্রতিষ্ঠানটীতে—তাঁত, সুতাকাটা, জামা প্রভৃতি করা, সূচীশিল্প, লেখাপড়া, চিত্র ইত্যাদি শেখাবার ব্যবস্থা কর্ব্বো। তারসঙ্গে আশ্রমোচিত ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হবে। সঙ্গে একটী নূতন জিনিস থাকবে যা মহিলারা করেনি কোথাও। ছাপাখানার কার্য শিক্ষা। যাতে কালক্রমে কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারাই একটী প্রেস চলতে পারে। যদি সত্যিকারের কেউ বা সকলে একটু মোটারকমে সাহায্য করে তবে কার্য আরম্ভ করি। ২ মাস ৩ মাস পরে আর তাদের সাহায্যের অপেক্ষা করবো না। প্রথমতঃ হাজার খানিক টাকার প্রয়োজন ; শেষে অনেক সাহায্য পাব। স্থানটী আমি কলকাতায় স্থির করলাম। একথা সরোজকে জানাবে। আমার বিশ্বাস যে গোলাপরঙ্গিনী ইচ্ছা করলে বেশ সাহায্য করতে পারে। তাকেও আমার অনুরোধ জানাবে।

"ঘা" হলে চাউলমুগড়া তৈলে বোরিক এসিড মিশিয়ে লাগাবে। তাহলেই শীঘ্র কমে যাবে। প্রত্যেকের কুশল লিখবে। স্নেহাশীর্ব্বাদ ইতি—

তোমার পুত্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যায়তন-মহামন্দির
ছাতনা—৭ই মাঘ, ১৩৩৭

ওঁম্ শুভাশীর্ব্বাদ—

মা! তোমার পত্র পেয়েছি। পত্রের জিজ্ঞাস্য বিষয় তাড়াতাড়ি মীমাংসা হবে না। কিছু শুনতেও হবে, লিখেও কতক বুঝাব। চিন্তার প্রণালী এই যে—যে কার্য যে ঘটনাই উপস্থিত হোক না, তাহার কারণ চিন্তা করে যাওয়া। মনে কর তোমার কোন কথা শুনে রাগ হলো, তখনই তুমি চিন্তা কর এই বাক্যের উৎপত্তি এবং ক্রোধের হেতু কী? কোন্ কেন্দ্র বক্তা আর কোন্ কেন্দ্র শ্রোতা। উভয় এক না বিভিন্ন? যদি এক হয় তবে এককালে উভয়ের ক্রিয়া ভিন্ন হয় কেন? যাকে বিভিন্ন ক্রিয়া বলে দেখা যায়, তাহা ভিন্ন কী একই ভাবাপন্ন ইত্যাদি। মোট কথা এই যে কার্য ও তাহার কারণ যে একই, এই তত্ত্বটী বিশ্লেষণ ও বিচার দ্বারা বুঝে নেওয়া। এবং কারণ গুলি যা নির্ণিত হয় তাহারও মূল কারণ কী? এই মূলের মূল সন্ধান করতে করতে প্রত্যেক কার্য কারণের একমুল ব্রহ্ম সত্ত্বাই আবিষ্কৃত হবে। চেষ্টা কর মা! চেষ্টাদ্বারাই পথ মিলবে।

"পরকীয়া" সাধনের চলিত অর্থ বাউল বৈষ্ণবগণ ব্যবহার করেন—নিজের বিবাহিত পত্নী ছাড়া অন্য নারীর প্রতি অনুরাগকে ভিত্তি করে তাহার সঙ্গাদি করা। উহাই তাদের প্রকৃতি পুরুষের মিলন জ্ঞানের সোপান বলে কথিত হয়। কিন্তু ইহা সদ্ভাব নহে। উহার সদ্ভাবে অর্থ করলে বুঝা যায় যে স্বার্থ-সম্বন্ধ, রক্তসম্বন্ধ, উপকারের প্রত্যুপকার সম্বন্ধ, রূপ, গুণ ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কর্ত্তব্যজ্ঞান মূলক ভালবাসা বা ভোগলালসা মূলক ভালবাসার অতিরিক্ত যে হেতুশূন্য ভালবাসা তাই—পরকীয়া প্রেম। পর শব্দের অর্থ পরম বা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দই পরকীয়া রতি। এই ব্রহ্মানন্দের পথ প্রদর্শক তত্ত্ব প্রকাশক মনুষ্যের প্রতি বা গুরুর প্রতি যে শ্রদ্ধা তাই কেবলমাত্র পরকীয়া প্রেম নামে অভিহিত হ'তে পারে। নরনারীর কুৎসিৎ মিলন ভোগ-লালসায় যা সংঘটিত হয়, উহা নকল ভাব, সত্য অর্থ নহে।

এখানে আমি বিশ্রামের জন্য এসেছি বটে কিন্তু বিশ্রাম দূরের কথা পত্র লেখারও অবকাশ নাই। তোমাদের কুশল লিখবে। বাড়ীর প্রত্যেককে স্নেহাশীর্ব্বাদ দিও ইতি—

তোমার পুত্র

যোগজীবনানন্দ

সত্যায়তন—২০।১০।৪৩

ওঁম্ শুভমস্তু—

স্নেহের টুলু, এবারকার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ তোমাকে কল্লাম সবার শেষে। সকলকে সবকিছু দেওয়ার পর যা ছিল অবশিষ্ট তাই দিলাম তোমাকে। কিন্তু তোমার প্রণতি পত্র আসে সবার আগে, এবার পত্র এসে পড়েনি আমার হাতে, তবু প্রণতি পৌঁছেছে তোমার ঠাকুরের চরণে। * *

Reliefএর কাজ কিছু ঘাড়ে আছে, তাতে ঘুরে ঘুরেই জ্বর হয়েছিল। আরো জটিলতর অবস্থা আসন্ন। সকলকে স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মনোহরপুর সত্যায়তন
২রা শ্রাবণ, ১৩৩৪

সতং শিবং সুন্দরং—
সদ্রূপের কৃপায় সত্যজ্ঞান লাভ ক'রো !

মা, তোমার ২১শে আষাঢ় তারিখের পত্র পেয়েছি একটু বিলম্বে। * * * * *

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু স্বীয় শক্তিতে তোমাকে প্রথম হতেই কৃপা করে আসছেন। তাই পরের মঙ্গলে মঙ্গল বোধ করতে পার, তাই পরের পুত্রের মা হতে সাহস করছো। বড়ই সৎসাহস—খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু তদনুকুলে নিজকে প্রস্তুত করতে হবে! মায়ের মত সহিষ্ণুতা, মায়ের মত উদারতা— আকাশের মত অনন্ত বিস্তার থাকবে হৃদয়ের। ব্রহ্ম হতে স্তম্ভ পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বকে ক্রোড়ে স্থান দিতে হবে। এর নাম মাতৃত্ব। আসুক তেমন ভাব তোমার ভিতরে তোমার মন যেন সত্য হয়, তোমার বাক্য যেন সত্য হয়—তোমার ভাব যেন সত্য হয়, তুমি সত্যময় হও! মাকে সবাই ভয় করে—ভক্তি করে—ভালবাসে, কপিল কেন? "মা"ও মাকে ভয় করে। সে ভয় বিভিষিকা নয় সে ভয় শ্রদ্ধার চরম। যে এইরূপ ভয় করতে শিখেছে সে ধন্য হয়েছে, সে কৃতার্থ হয়েছে। প্রিয়কে যত ভয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অত ভয় আর কাহাকেও নয় মা !—তোমার প্রিয়তম পদার্থে তোমার অচলা শ্রদ্ধা স্থাপিত হোক্ !

হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে চেপে রাখলে মনের শক্তি বৃদ্ধি হয় সত্য কিন্তু যা বাইরে কার্যে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন তা শুধু হৃদুয়ে রাখলে কার্য তো নিষ্পন্ন হয় না মা ! অনুশীলন অভাবে কিছুদিন পরে বরং উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেমন পিতৃ মাতৃ ভক্তি, তোমার অন্তরে অসীম ভক্তি আছে, সেবার জন্য চিত্ত সর্ব্বদাই অনুরাগী কিন্তু কার্যে তুমি তা প্রকাশ করলে না। কিছুদিন এইভাবে চলতে চলতে সেবায় তোমার লজ্জা আসবে, হয়ত পিতাকে মাথানত করে নমস্কার করতেও সঙ্কোচ বোধ হবে। পিতার প্রয়োজন হলেও তুমি অভ্যাস না থাকার জন্য সেবা দিতে পারবে না। সুতরাং সেবাদি শরীরগত কর্ম্ম বাইরেও প্রকাশ করা সঙ্গত। দেহ যতক্ষণ আছে, মন যতক্ষণ আছে—ততক্ষণ দেহ মন দিয়া সর্ব্বতোভাবে সেবাও করতে হবে। তোমার ভয় হওয়া উচিত নয়, তুমি তো "যশোদা" হওনি। তুমি যে "দেবহুতি" কপিল জননী। তুমি অন্ধকারের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হবে না—তোমার বাণী "জ্ঞানামুক্তি"। জ্ঞানের পথে তুমি অগ্রসর হচ্ছ আলোর দেশে। সেখানে পলায়ন করবার স্থান নাই। সবই প্রকাশ্য। বিল্বমঙ্গল অন্ধ হলে কৃষ্ণ রাখাল বালক পরিচয় দিয়ে তাঁহার হাত ধরে নিয়ে বেড়াতেন। একদিন হাত ছেড়ে কৃষ্ণ একটু দূরে গেলে, বিল্বমঙ্গল বলেছিলেন—"কৃষ্ণ তুমি বলপূর্ব্বক হাত ছেড়ে আমার দেহ হতে তোমার দেহ দূরে নিতে পেরেছ বটে কিন্তু আমার অন্তর হতে এক পা দূরে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যেতেও তোমার সাধ্য নাই।" যাবার উপায় আছে কি? অনন্ত বিস্তৃত মন—সেখান হতে দূরে কোথাও তো স্থান নাই। অলীক ভয় পরিত্যাগ কর। হৃদয়ের যে স্থানে সন্ধান করবে, যে স্থানে দৃষ্টি করবে সেই স্থানেই তোমার অন্তরতমের সন্ধান পাবে।

আমি তোমার হৃদয়ের দৃঢ়তা বজায় রাখতেই বলি। বজ্রের মত কঠিন হবে কর্ত্তব্য পালনে—আর ফুলের মত মৃদু হবে স্নেহ প্রদানে। ব্যস্ত হবে না। ধীর গতি উন্নতির সোপানারোহনে একান্ত প্রয়োজন। দ্রুত গমনে শ্রান্তি বোধ হবে। পতনা-শঙ্কাও আছে। ফাঁকিতে পড়বার ভয় নাই। সত্য চির-দিনই সত্য। যে ফাঁকিতে আছে সে ফাঁকিতে পড়বে। যে সত্যে আছে সে সত্যেই পড়বে। যেখানে অসত্য নাই সেখানে অসত্যে পড়বে কি প্রকারে? আমার পরিশ্রমের জন্য ভেবো না। আলস্য করতে ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া মায়ের কর্ত্তব্য নহে। যখন ইচ্ছা পত্র দিও যত ইচ্ছা যা ইচ্ছা লিখো, আমার সময় অনন্ত। উত্তর দিতেও আলস্য নাই। তবে প্রারব্ধ কার্য হাতে থাকলে উত্তর দিতে বিলম্ব হতে পারে। ওখানে ভক্তগণ মধ্যে যে হিংসাভাব প্রধূমিত হচ্ছে তার হেতু দম্ভ। আমার বলবার উদ্দেশ্য যে, অন্তত তোমরা যেন উহার মধ্যে জড়িত না হও।

* * * * *

আপাতত তুমি যেরূপ ধ্যান করছ তাই অহরহ করবে। যতক্ষণ পার এবং চক্ষু মুদ্রিত করেই ভ্রূমধ্যে লক্ষ করবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং ঐস্থলেই ধ্যেয় মুর্ত্তি স্মরণ করতে চেষ্টা করবে। তখন যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস খুব ধীরে ধীরে বইতে থাকে। শীঘ্রই তোমাকে অন্যপ্রকার অভ্যাসের বিষয় জানাব। সেজন্য তোমাকে চঞ্চল হতে হবে না।

যতদিন ওখানে থাকবে জানাইও। ওখানে গড়শান্তিপুরে আমার শিষ্য আছে, বেশীদিন থাকলে তাদের সহিত সঙ্গ করতে পারবে। বেশীদিন থাকলে জানাইও। আশীর্ব্বাদ ইতি—

তোমার পুত্র—কথিত কপিল

সত্যায়তন-মহামন্দির
ছাতনা—১৭ই আশ্বিন ১৩৩৫

ওঁম্ স্বস্তি !

মা ! তোমার পত্র পেলুম। আমি সংবাদ দিয়েছি, দিচ্ছি তবু তুমি বকুনি দিতে ছাড়বে না ! তার আমি কি কর্ব্বো ? ওটা মায়ের স্বভাব ভেবে সহ্যই করছি। তোমার সাধন বিষয়ে যা হচ্ছে তাতে কোন ভুল হচ্ছে না। ঐ ভাবেই করতে থাক। যথাকালে আমি নিজেই প্রয়োজন মত উপদেশ দিব। "সাধন-পন্থা" গ্রন্থ পেলেই অনেকের ধাঁদা কেটে যাবে। তাতে সাধন বিষয়ক প্রত্যেক উপদেশ বিশেষ ভাবে লেখা হয়েছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গতকল্য ডাকে "সত্যবাণী" পাঠান হয়েছে। সে গুলির দাম ৵০ আনা করে আদায় কর্ব্বে। যে যে নেয়—অবশ্য প্রত্যেক সত্যাশ্রয়ীকেই জানাবে।

"মেঘনারা" মাকে ধৈর্যাবলম্বনে সাধন করতে বলবে। এবং যে শব্দ সে শুনছে তার উর্দ্ধে লক্ষ্য করতে পারলেই নূতন শব্দ শুনতে পাবে। মনের গতি স্থির হলেই শব্দ পরিবর্ত্তিত হয়। মনের চাঞ্চল্যেই শব্দ শ্রবণে ব্যাঘাত হয়। তার কোন চিন্তার হেতু নাই, নিঃসন্দেহে উপাসনা করতে বলবে।

চারু মিত্রকেও ঐ প্রকার উপদেশ দিবে। তাহার বিপদ-কালে আমাকে চিত্রায় ডুবাতে চেয়েছিল—বিপদ কেটে যাওয়ায়, কোথায় ডুবাবে জিজ্ঞাসা ক'রো। বাবা! ওতো মা নয়—"মাসী বটে। লোকে বলে মাসীর মায়া ডাইনীর মায়া।" তাই বুঝি এই—নয় মা? ওদের অসুখের জন্যও পূর্ব্ববৎ পাচনের ব্যবস্থা করে দিও। আর বেশী লেখবার অবকাশ নেই। প্রত্যেকের কুশল সহ নিজ কুশল লিখবে এবং রোগী-দের আরোগ্য সংবাদ দিবে। ইতি—

তোমার পুত্র—**কপিল**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ওঁম্ শুভমস্তু—

স্নেহের রমা, তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তোমার চিত্ত আশাকরি এখন প্রশান্ত হয়েছে, প্রতুলের কাছে জানলাম এখন তুমি সুস্থা হয়েছো। * * *

আমরা যা পাই আর যা হারাই তার জন্য আজীবন একটা সুখদুঃখের বেদনা বহন করে চলি, যেহেতু সংস্কারে তার ছবি ছাপা হ'য়ে যায় ঐ ভাবেই, পাওয়া আর হারানো। কিন্তু সত্যিকারের আমরা পাইওনা কিছু, হারাইওনা কিছু। প্রত্যেক স্বতন্ত্র বুদ্‌বুদ্‌ জীবন সমুদ্রে নিজ নিজ কর্ম্মতরঙ্গে ফুটে ওঠে, অন্য এক বুদ্‌বুদের খানিকটা হাওয়া ধার ক'রে। ঐটুকু যোগসূত্রের জন্যই আমরা একে অন্যকে আপন ভাবি। হাওয়াটুকুই কি কারুর নিজস্ব? তাও নয়, তাও অন্য এক আঘাতের বিবর্ত্তন মাত্র। যে যেমন সে ঠিক তেমনি থাকে মাঝে এসে পড়ে একটা স্বপ্নের হিল্লোল তাই এতো ছুটাছুটী। তুমি কতো সুন্দর মন নিয়ে এই জগতে আত্মপ্রকাশ করেছো, কত তোমার আশা তার মাঝে এই যে "পাওয়া আর হারানোর" দাগটী এটী বসে গেলো চিরস্থায়ী হয়ে। এজন্য কেউ দায়ী নয়, কেউ এর অংশভাগীও নয়. তুমিই এর একমাত্র বাহিকা। এই হলো তোমার দুঃখ। যদি এটাকে তুমি বড় করে ভাবো এর রূপ হবে শোকাবহ। যদি এটাকে তুমি যথার্থ স্বরূপে বুঝতে চাও. এ একটা ক্ষণস্থায়ী দুঃস্বপ্ন মাত্র। দৈনন্দিন জীবন প্রবাহের সঙ্গে এ স্বপ্নটাকে ঠেলে নিয়ে চলা একেবারে অনাবশ্যক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইরূপ প্রত্যেক ঘটনা আমাদের ভাবরাজ্যের কাল্পনিক সৃষ্টি মাত্র। নিজেরাই ঘটনা গুলিকে সুখ দুঃখের আলোক সম্পাতে রঞ্জিত ক'রেনি। এ কথাগুলি তুমি হয়তো ঠিক ঠিক বুঝতে চাইবে না কিন্তু এইটাই সত্য জানবে.

তোমার খুসী মনের প্রতিলিপি আমি যখন পাবো তখন খুব সুখী হবো। স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

সত্যায়তন—৩০।৬।৪১

ওঁম্ শুভমস্তু—

স্নেহের টুলু, তোমাকে অনেকদিন পত্র লিখিনি। ৩ বৎসর আশ্রম দেখিনি, অনেক কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল, ঝড়ে ক্ষতি করেছে খুবই। এদিকে দুর্ভিক্ষ প্রবল। আশ্রমের দিকে পোষ্য ৩০ জন। মাসিক আয় পূর্ব্বে ছিল ১৯৲ তুমি ১০ টাকা পাঠাও তা নিয়ে হয় ২৯৲। আশ্রমে পূর্ণা, ননীমা, সরলা আছে। এদের কলহ আছেই। আমি পরিশ্রমে কখনও শ্রান্ত হই, কখনো ভালও থাকি। অশ্বিনি ৫।৭ দিন হয় সামান্য কারণে রাগ করে বাড়ী চলে গেছে, হয়ত তাকে নাও ডাকতে পারি। পাটনার উৎসব বৈশাখে যা হয়েছে, গুরু-পূর্ণিমায় এবার হবে না।

ননীবাবুকে আমার স্নেহ জানাবে, উনি কেমন আছেন? কবির স্বাস্থ্য কেমন? আমি ছেলেবেলায় একজন পণ্ডিতের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গল্প শুনেছিলাম। পণ্ডিত গিয়ে পড়েছিলেন একদল চণ্ডালের মধ্যে, চণ্ডালেরা তাঁকে নেতা করেছিলো নিজেরা উন্নত হবে বলে। কিন্তু পণ্ডিত তাদের কিছু উন্নত করতে পারেন নি। একজন তাঁকে শুধালেন "পণ্ডিত ! এদের শিক্ষার কি হলো ?" পণ্ডিত বললেন—"ভাই, শালিসী করেই অবসর নাই লেখাপড়া শেখাব কখন ? হয়ত আমি নিজেই সব ভুলে গেছি"। আমার সেই পণ্ডিতের কথা মনে হচ্ছে বারবার। * *

* * * * * * শুধু অবস্থার কাহিনীই লিখলাম। সাধু হওয়ার দুরদৃষ্ট অনেকেরই হয়, তার মধ্যে পাকা হতভাগ্যই হয় গুরু। এইরূপ হাজার হাজার হত-ভাগ্যের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠতম বোধহয় আমি। এটা আমার দুঃখের কথাও বটে সুখের খবরও বটে। কিন্তু এর কেউ অংশ-ভাগী নাই, একা এত সম্পদ ভোগকরা ব্যথার মত বোধ হচ্ছে। বলার মত কেউ আছে কি না, এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। তোমাকে বলতে ভাল লাগে তাই মাঝে মাঝে বলি। এজন্য কিছু মনে করো না! "অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার, তার নিত্য জাগরণ, অগ্নিসম দেবতার দান, ঊর্দ্ধশিখা জ্বালি চিত্তে, অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ"। * * * স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শুভ নববর্ষ

সত্যায়তন—১৩৪৯

ওঁম্ শুভমস্তু—

স্নেহের টুলু, বিগত বর্ষের রক্তরাঙ্গা ব্যথার জের এবৎসরেও ভোগ করতে হবে সকলকেই। তবু এরই মধ্যে যেন আমরা সত্য ও আনন্দ ভ্রষ্ট না হই। বেদনার মাঝেও যেন শিব-সুন্দরকে না ভুলি। বাহ্যিক পীড়া ও দৈন্য যেন আমাদের অন্তরকে আহত ও দীন না করে! তোমরা সকলে কুশলী থাকো, এই আমার নববর্ষের একান্ত কামনা। সকলকে স্নেহা-শীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

ওঁম্ শুভমস্তু—

প্রিয় ননীবাবু,

শুভ নব-বর্ষ আপনার পক্ষে শান্তি ও আনন্দপ্রদ হউক! বিশ্বের কুশল হউক! * * * ওঁমিতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

যোগজীবনানন্দ

ওঁম্ শুভমস্তু—

স্নেহের টুলু, পত্র পেয়েছি। এবার উৎসব হতে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার চেষ্টা চলছে। তোমাকে জানাব সব কথা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মনে মনে কথা বলা ও বুঝে নেওয়া, একটা চিন্তা সামঞ্জস্য ও ভাব সামঞ্জস্যের পরিণতি মাত্র। অবশ্য একটা বৈজ্ঞানিক কৌশলও ওর আছে। কিন্তু তাতে মাত্র মনের বাহ্যিক সংকল্প টাই জানা যায়—অন্তরের সংবাদ নেওয়া চলে না। একত্র বাসের ফলে দৈহিক গতির চিত্র পরম্পরের মনে অঙ্কিত হয়ে যায় যদি উভয়ের মধ্যে অনুরাগ প্রগাঢ় থাকে। তারপর পরস্পরকে অনুভব করার প্রচেষ্টা দ্বারা অন্তরে একটা ভাব গ্রহণের যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে যায়। তাতে করে রুচি ও কল্পনা বুঝতে পারা যায়। অতঃপর অধ্যাত্ম চিন্তার সামঞ্জস্যে অন্তরের নিভৃত স্তরের তরঙ্গ পরম্পরের চিত্তে সমভাবেই প্রবাহিত হতে থাকে, তার ফলে মনের সমগ্রটাই বুঝতে পারা যায়। এটা শক্ত কথা কিছু নয়, একটা অবস্থার অপেক্ষা মাত্র। এ সম্বন্ধে আর কিছু জানতে চাইলে লিখবে। আমি এই সপ্তাহে বা পরের সপ্তাহে ৪।৫ দিনের জন্য কলিকাতা যেতে পারি। কুশল লিখবে, স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

পুঃ—কবির মহাপ্রস্থানের পর "শান্তিনিকেতন" কিরূপ চলছে? শৃঙ্খলা সুরক্ষিত হচ্ছে কি না? এসব সংবাদ জানতে ইচ্ছা হয়। সংক্ষেপতঃ লিখবে।

GURUKULA KANGRI LIBRARY

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যায়তন—৫।১।৩৪।

ওঁম্ সত্যম্

ওঁম্ শুভাশীর্ব্বাদ—

স্নেহময়ী হেমলতা !

২৭শে ডিসেম্বর পত্র পেয়েই উত্তর দেওয়ার অবসর হয়নি। এজন্য তোমাদিগকে উৎকণ্ঠিতা করা হয়েছে জানি তবু উপায় ছিল না। তোমাকে "তোমার দিদির বোন্" বলেই যে জানি তা নয়—তোমাকে তোমার স্বরূপেই আমি জানি অন্য পরিচয়ের কোন প্রয়োজন হয়নি। কতটুকু মাত্র সাহায্য করেছে তোমার প্রশান্ত ও সরল মুখশ্রী। এর বেশী কোন পরিচয়ের আমার দিক দিয়ে আর দরকারে আসে না। তোমার চিত্তের পরিবর্ত্তন যেটুকু ঘটেছে তার আমি বিশেষ কিছুই জানি না—আমি যাদুপ্রভাবেও কোন অলৌকিক ঘটনা রচনা কর্ত্তে পারি না। আমি তোমাকে স্নেহ করেছি তোমারই একান্ত প্রাপ্য অকপট হৃদয় দিয়ে। আমি তোমার সম্বন্ধে চিন্তা করি শুধু তোমার উজ্জ্বল শান্তিময় পবিত্র শুভ ভবিষ্যতের সার্থকতা ! ভাবি নিশ্চয়ই তোমার কথা, তোমার চিন্তার ধারা আমাকে স্পর্শ করলেও চঞ্চল করে না। তোমার সরল চিত্তের স্বধর্ম্ম অনুসারে যে কোন ভাবই সহসা অঙ্কিত হওয়া অসম্ভব নয়, তাই বোধহয় আমার স্নেহ ও তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় আমি যা কিছু বলেছি সেগুলি সমস্তই তুমি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছ। তাই অত "ওলট পালট" ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। আমার জন্ম এক ঝড়ের রাত্রে, আমার জীবন ভেসে আসছে এক উলটো হাওয়ার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বন্যায়, আমার আনন্দ হয় বিপ্লবের প্লাবনে, আমি বলতে এসেছি এক প্রলয়ের বাণী—কঠোর মহান্ সত্য। আমার ইষ্ট হচ্ছেন প্রলয়ের নিয়ন্তা—আমার প্রিয় তারাই "যাহারা ঝড়ের হাওয়ায় পাল তুলে দেয় সাগর পাড়ী"। বোধহয় তাই আমার স্বপ্নের সঙ্গেও থাকে "ঝড় আর বিদ্যুৎ"। আমি তো "আমার স্বপ্ন" দেখিনি কখনো—কী প্রকারে বলবো সে কেমন? তোমরাই দেখ, তোমরাই তার মর্ম্ম ভেবে নিও। আমি দেখি তোমাদের। তোমাদের কথাই আমি বুঝতে পারি—আমার বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তোমার চিত্তকেই জিজ্ঞাসা করবে। সে যা বলবে তার চেয়ে আমার কথাও বড় সত্য নয়।

আর সব চেয়ে বড় সত্যের সন্ধান তুমি পেয়েছ "দেবতারে প্রিয় কর প্রিয়েরে দেবতা"।

"বিশ্বের সেবাই ব্রহ্মের সেবা।" "যাহা দেবতার প্রিয় তাহাই প্রিয়ের প্রিয়, প্রিয়ের প্রিয় কার্য্যই যথার্থ প্রেমের সেবা।"

কিন্তু বড় কঠোর অঙ্গীকার তোমার এযে—"প্রাণ দিয়াও তাহা পালন করিব"। আমি কোন মহিলার মুখে এরূপ দৃঢ়বাণী আর শুনিনি—এই নূতন।

আমাকে আরও ভাববার অবসর দাও। এর মধ্যে তোমার আর কিছু বলার থাকে তো লিখবে। আমার অবসরের জন্য ভেবো না। আমি যথাকালে উত্তর দেব।

আর তুমিই আমাকে জানিও—জগতে কী অবস্থায় থেকে কোন্ প্রকারের কার্য্য করায় তোমার স্বাধীন রুচি আছে। তুমি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তোমাকে কী ভাবে নিয়োগ কর্ত্তে পার ? তোমার উপর তোমার কতখানি অধিকার ও বিশ্বাস আছে ?

তারপর আমি আমার বক্তব্য জানাব। তোমার দীর্ঘ পত্রের এই সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত উত্তরে আশাকরি তুমি অতৃপ্ত হবে না। সম্প্রতি আমি ভাল আছি। তোমাদের কুশল জানাবে। স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

সত্যায়তন
২৮।৩।৪৭

শুভমস্তু,

স্নেহের টুলু, পত্র পেয়েছি। ক্ষমার আঁকা হলধরের ছবি খুব বড় ক'রে কাপড়ে আঁকান হচ্ছে, তাঁরই পূজা করবে ক্ষেত্র-পালগণ। ওর উদাসীন মনের একটু পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। আমার কথা ও বেশ মন দিয়ে শোনে এবং তা গ্রহণ করতেও চেষ্টা করে। যদিও ও লেখাপড়া বেশী করলো না, তবু এমন অনেক গুণ আছে যার দ্বারা ও দেশ সেবার কাজ চালাতে পারবে। যদি তা নাও করে তবু যোগ্যতা অর্জ্জন করা মন্দ কি ? এবার মনের তার এমন সুরে গাঁথা ছিল যে তোমার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সঙ্গেও আলাপ করার সুবিধা হয়নি। অবশ্য মুখে কিছু না বললেও তুমি আমার মন বুঝতে পার তা আমি জানি। ক্ষেত্র-পালদের গঠন মূলক কাজই হয়ত হবে আমার শেষ উদ্যম। এর মধ্যে চেষ্টা করবো যদি লিখিত চিহ্ন রেখে যেতে পারি আমার অনুভূতি ও চিন্তা ধারার। ননী বাবুকে, ছেলেমেয়েদের সকলকে স্নেহাশীর্ব্বাদ। আমি ভাল আছি। স্নেহাশীর্ব্বাদ ওঁমিতি—

যোগজীবনানন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार

पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में अङ्कित है। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर दस नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का अर्थदण्ड आप को लगाया जायेगा।

५०००.११.१४।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar